শুকেতিহাস।

উপক্রমণিকা

প্রাচীনকালে অরিন্দম নামে এক নৃপতি ভারতবর্ষের উত্তরাংশে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজকোষ, কার্য্যাদি সম্পাদনোপযোগি কোন দ্রব্যের অভাব ছিল না, আপনি অতিশয় বীর্য্যবন্ত ও নানা ঐশ্বর্য্যাধিপতি ছিলেন। প্রজাবর্গ তাঁহার অপক্ষপাতিত্ব ও দয়ালুত্ব প্রভৃতি সদ্গুণে সমধিক অনুরক্ত ছিল। ভিন্নদেশীয় কোন ধরণীপাল তাঁহাকে কখন সংগ্রামে পরাভব করণে সমর্থ হইতেন না। [illegible] পদাতিক সৈন্য, সার্দ্ধ লক্ষ অশ্বারোহি, দ্বি সহস্র ধানুষ্ক, সহস্র মাতঙ্গ এবং অষ্ট শত উষ্ট্র সজ্জীভূত হইয়া সর্ব্বদা সিংহদ্বারে উপস্থিত থাকিত। কিন্তু অরিন্দম বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও

[illegible] অপত্য না জন্মিবায় রাজা দুঃখিতচিত্ত ছিলেন। [illegible] রাজ্যস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও বিবিধ কঠোর তপঃপ্রভাবসম্পন্ন বিষয়বাসনাপরিশূন্য অনবরত ব্রতপরায়ণ উর্দ্ধরেতা যাযাবরাগ্রগণ্য মহাত্মাদিগের ভূরি ভূরি পরামর্শক্রমে তিনি পুত্র কামনায় শান্তি স্বস্ত্যয়ন, দান ধ্যান, হোমাদি দৈব কার্য্য, ও স্বয়ং একাহার ও উপবাস করত একান্ত ভক্তিযোগ-সহকারে ঈশ্বরারাধনায় নিযুক্ত হই লেন। বহুদিন অতীত হইলে [illegible] ভগবান্ নারায়ণ তাঁহার [illegible] প্রসন্ন হইয়া প্রার্থিত বর প্রদান করিলে [illegible] গর্ভবতী হইয়া যথা কালে এক সার্ব্বভৌম লক্ষণাক্রান্ত-সুকুমার প্রসব করিলেন। [illegible] বহির্বাটী হইতে এই বার্ত্তা প্রাপ্তিমাত্র [illegible] অন্তঃপুরে যাইয়া তনয়ের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ পূর্ব্বক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। এবং দরিদ্র, আস্তিক বিপ্রগণকে দান ও মাসত্রয় পর্য্যন্ত রাজভবনে নৃত্য গীতাদিতে এক কালীন [illegible] করিলেন। ফলতঃ এতদুপলক্ষে [illegible] প্রার্থনাধিক অর্থ প্রাপ্তে নরেশকে প্রশংসা করিয়া যাইতে লাগিল। রাজা পুত্রের নাম প্রতাপাদিত্য রাখিলেন।

[illegible] সপ্তবর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাজা

বিদ্যাভ্যাসার্থ সর্ব্বশাস্ত্র-বিশারদ কোন উপাধ্যায়ের
হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। প্রতাপাদিত্য
প্রথমতঃ ব্যাকরণ ও অভিধান সমাপ্ত করিয়া তা-
হাতে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি জন্মিলে ক্রমশঃ বৈশেষিক
মীমাংসা, সাংখ্য, ন্যায়, পাতঞ্জল, বেদান্ত, এই
ষড়্দর্শন এবং তৎপরে কাব্য, নীতি, সাহিত্য
অলঙ্কার, পুরাবৃত্ত, জ্যোতিষ, অবিচ্ছেদ তত্ত্ব-
বিবেক, বিমিশ্র গণিত, দৃষ্টি বিজ্ঞান, রসায়ন,
উদ্ভিদ্বিদ্যা ইত্যাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অচি-
রাৎ পুত্রকে এ সমুদায় শাস্ত্রে সম্পূর্ণ কৃতবিদ্য
দেখিয়া পরম সন্তুষ্টমনে তাঁহাকে শস্ত্রবিদ্যা ও
রাজনিয়মাদি আলোচনা করিতে আদেশ করি-
লেন। যুবরাজও স্বীয় অক্লিষ্ট পরিশ্রম ও স্বীয়
বুদ্ধির প্রভাবে অল্পকাল মধ্যে সে বিদ্যাতেও আ-
পন সুশিক্ষার পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়া
আপামর সাধারণের প্রিয় হইয়া উঠিলেন।

অনন্তর, প্রতাপাদিত্য উ[illegible] হইতে
ভূপতি সুষমা নাম্নী কোন রূপবতী রাজপুত্রীর
সহিত তাঁহার পরিণয় দিলেন। এই নবোঢ় দম্প-
তির মধ্যে দিন দিন এতাদৃশী প্রীতির সঞ্চার হইল
যে নিমিষের জন্যও কেহ কাহারো দৃষ্টিপথের
অতীত হইতেন না। এক দিবস যুবরাজ তপা-

রোহণে নগর দর্শনার্থ নির্গত হইয়া কোন মৃগয়ুকে একটী শুকপক্ষি হস্তে ধারণ পূর্ব্বক বিক্রয়াশয়ে ভ্রাম্যমাণ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ব্যাধ! এই পক্ষির প্রকৃত মূল্য কত। সে কহিল মহাশয়, ইহার যথার্থ মূল্য শত সুবর্ণ। রাজপুত্র তাহা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, যোগ্যতাবিহীন কতিপয় সুপক্ষবিশিষ্ট তোমার এই বিহগ, যে ব্যক্তি এত অর্থ দিয়া ক্রয় করে সে অতি নির্ব্বোধ ও অর্ব্বাচীন। তাঁহার এতদ্রূপ বাক্যে মৃগব্যজীবী সুতরাং কোন উত্তর দিতে পারিল না। ইত্যবসরে (সুবুদ্ধি শুক) যদি এই ধনাঢ্য মহাশয় আমাকে শ্রদ্ধা পূর্ব্বক গ্রহণ না করেন তবে শত স্বর্ণ মূল্যে কোন দুঃখিব্যক্তি আমাকে ক্রয় করিতে পারিবেক না, বিশেষতঃ এতাদৃশ সূক্ষ্মবাদী ও মহৎ সন্নিধানে অবস্থিতি না করিলে আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য করারও আর সম্ভাবনা নাই, ইত্যাদি অনেক ক্ষণ মনে পর্য্যালোচনা করিয়া নিবেদন করিল। হে নবযৌবনসম্পন্ন নানা গুণাকর প্রধান গুণীরাশীশ্বর যুবরাজ! যদিচ আপনি আমাকে সামান্য পক্ষ জ্ঞানে হেয় করিতেছেন, কিন্তু আমাতে অসাধারণ গুণ আছে, আমার সৎপরামর্শ ও উৎপন্নবুদ্ধিমত্তা দেখিলে মনুষ্য অনেকানেক

কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন, আমার সহিত
শাস্ত্রালাপ করিলে প্রধান প্রধান ব্যক্তি পণ্ডিত
বিস্ময়াপন্ন হয়েন আর আমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্ত-
মান এই ত্রিকালের বার্ত্তা ও ভুবনত্রয়ের উপস্থিত
ঘটনাদি এক স্থানে থাকিয়াই মহাশয়কে জানাই-
তে পারি। শুকের এইরূপ আশ্বাসবাক্যে বিশ্বাস
করিয়া বণিকে কথিত মূল্য প্রদান পূর্ব্বক সার্দ্দ-
নন্দন পক্ষিকে বাটী আনিয়া সুপত্নীসহবাসজনিত
তদীয় সুখবর্দ্ধনার্থ এক শারিকা আনাইয়া উভ-
য়কে এক পিঞ্জরে স্থাপনান্তর অন্তঃপুরে রক্ষা
করিলেন এবং স্বীয় সহধর্ম্মিণীকে ডাকিয়া তাঁহার
প্রতি বিহঙ্গ দম্পতির রক্ষণাবেক্ষণের ভারার্পণ
করিলেন।

কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যবশতঃ প্রতাপাদিত্য
রাজ্যান্তরে গমনার্থ জনকাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া যাত্রা-
কালে সজলনয়নে অতি প্রিয় সম্ভাষণে সীমন্তি-
নীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া কহিলেন, তোমা-
মার যখন যে কর্ম্মের নিতান্ত আবশ্যকতা হয়,
তাহা শুক এবং শারিকার পরামর্শ ও সম্মতি ভিন্ন
করিবা না, তোমাকে আর অধিক কি কহিব?
এই বলিয়া শুভক্ষণে অর্ণবযানারোহণ পূর্ব্বক
স্বদেশ হইতে নির্গত হইলেন। এ দিগে সুরমা

কান্তবিরহে নির্দয় কন্দর্প দেবের বিষম শরাঘাতে অধীরা হইয়া অশন শয়ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা বিভাবরী স্বামির অসেচনক মুর্ত্তি চিন্তা করত দিন দিন ক্ষীণ কলেবরা হইতে লাগিলেন। সুবিজ্ঞ শুক তাঁহাকে তাদৃশ মির্যাতদশায় অবলোকন করিয়া নানা প্রবোধবাক্য ও হিতোপদেশজনক বিবিধ উপন্যাস বর্ণন দ্বারা অনেক প্রকৃতিস্থা করিল।

এইরূপে ছয় মাস অতীত হইল। এক দিবস সুষমা সম্যক্ প্রকার বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া বাতায়ন দ্বার দিয়া এক দৃষ্টিতে রাজবর্ত্ম নিরীক্ষণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে ভিন্নদেশীয় কোন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর যুবা রাজপুরুষ ঐ মার্গ দিয়া গমন করত অকস্মাৎ তাঁহারদের চারি নয়ন একত্র হইবায় উভয়ে উভয়ের রূপ লাবণ্য দর্শনে মোহিত হইয়া অস্থির হইলেন। রাজপুত্র তৎক্ষণাৎ বাসালয়ে উপস্থিত হইয়া এক বৃদ্ধাকে দূতী করিয়া সুষমার নিকট প্রেরণ করিলেন এবং তাহাকে কহিয়া দিলেন যে যদি সুষমা অদ্য রজনীযোগে অন্ততঃ চারি দণ্ড এ স্থানে থাকিয়া আমার মনোরথ পূর্ণ করেন তবে তাঁহাকে আমি লক্ষ স্বর্ণ মূল্যের এক অলঙ্কারীয় পারিতোষিক প্রদান করিব আর তাঁহার যখন যে ইচ্ছা হয় তাহাও প্রাণপণ যত্ন দ্বারা পূর্ণ

করিব। বর্ষীয়সী এই সংবাদ সুষমাকে নিবেদন করিলে তিনি প্রথমতঃ তাদৃক্ দুরিতকার্য্যে প্রবৃত্তা হইতে অস্বীকার করিলেন, অবশেষে কুট্টনীর ভূয়োভূয়ঃ আশ্বাস ও পরামর্শে সম্মতা হইয়া কহিলেন, আমি অদ্যই নিশাযোগে সেই চিত্তচোরের সঙ্গে প্রেমালাপ-দ্বারা মনোভীষ্ট সিদ্ধ করিব, অতএব তুমি তাঁহাকে সুন্দররূপ প্রস্তুত থাকিতে কহিবা। তখন সংঘটিকা হর্ষযুক্তা হইয়া তাবৎ বৃত্তান্ত সেই রাজকর্ম্মচারিকে জানাইল।

প্রদোষকাল উপস্থিত হওয়ামাত্র অতিমাত্র হৃষ্টমনা হইয়া সুষমা প্রিয়সন্নিধানে গমনোদ্যোগ করিতেছেন, এমত কালে হঠাৎ তাঁহার পতির আদেশ স্মরণ হওয়ায় অন্তঃকরণে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি এবং শারিকা উভয়ে স্ত্রীজাতি, আমার মনের বেদনা সে অনেক বুঝিতে পারিবে, সুতরাং উপস্থিত কার্য্য-সাধনে সে যে আমাকে প্রশান্তচিত্তে অনুমতি করিবেক তাহার সন্দেহ নাই, অতএব আপাততঃ পরামর্শার্থ তাহার নিকট যাওয়া শ্রেয়স্কর। এই ভাবিয়া অবিলম্বে যাইয়া শারিকাকে আদ্যোপান্ত তাবৎ বৃত্তান্ত জানাইলে সে কহিল, হে নবীনে রাজাঙ্গনে! আপনি এবম্প্রকার অসৎকার্য্য-দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর সুখের

অন্যায়াচারে পবিত্রকুলে কোন চিরস্থায়ি নিন্দা-স্তম্ভ স্থাপন করিবেন না। এখন সুষমা শারিকা হইতে বাঞ্ছিমত উত্তর না পাইয়া হিতে বিপরীত জ্ঞানে তৎক্ষণেই তাহাকে বধ করিলেন, এবং আরক্ত-লোচনে অনতিবিলম্বে শুকের নিকট যাইয়া তাহাকে সকল বিষয় জানাইলে (সুচতুর শুক) যদি আমি ইহাকে এক্ষণে বারণ করি তবে আমারও শারিকার ন্যায় অতিশীঘ্র শমন-নিকেতনে গমন করিতে হইবেক, ইত্যাদি কিয়ৎক্ষণ মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিল, শারিকা অবলাজাতি, স্বভাবতই হিতাহিত বিবেচনায় অযোগ্যা, যেহেতু শাস্ত্রকারেরা স্ত্রীলোকের নিকট কোন পরামর্শ গ্রহণ করিতে বারম্বার নিষেধ করিয়াছেন, আপনি এক্ষণে আর উৎকলিকাকুলা হইবেন না, আমি প্রাণপণে ভবদীয় প্রিয় অভীষ্ট সাধনে যত্নশীল হইব। অধিকন্তু যদি এ সমাচার কোন প্রকারে প্রভুর কর্ণগোচরও হয়, তথাপি ধর্ম্মধ্বজ বণিকের শুকের ন্যায় আপনকারদের উভয়ের মধ্যে পুনর্ব্বার সন্ধি ও প্রণয় সংঘটন করিয়া দিব। ইহা শ্রবণ করিয়া সুষমা জিজ্ঞাসিলেন, ধর্ম্মধ্বজ বণিকের শুক বৃত্তান্ত কিরূপ তাহা বল। শুক কহিল

বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া প্রথম [illegible]
করিল।

প্রথম প্রস্তাব।

অবন্তীনগরে বর্দ্ধমান নামে এক বণিক বাস করিতেন, তাঁহার অর্কোপম নামে [illegible] ছিল, বণিক দ্রব্যাদি বিনিময়ার্থ দূর দেশে [illegible]কালীন শুককে গৃহের তাবদ্বিষয়ের কর্ত্তা করিয়া গেলেন। কিয়দ্দিন পরে কোন ব্রাহ্মণ তনয়ের প্রতি তদীয় ভার্য্যার আসক্তি জন্মিল, বিপ্রনন্দন অহরহ সেই কামিনীর বিলাসমন্দিরে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার যৌবনভাণ্ডারের অধিপতি হইয়া স্বেচ্ছানুরূপ অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। সর্ব্বেশ্বর অন্তরালে থাকিয়া তাহা অবলোকন করিয়াও তদ্বৃত্তান্ত কাহাকে কহিল না।

এই প্রকারে বর্ষদ্বয় অতীত হইলে বর্দ্ধমান বাণিজ্যস্থান প্রবাস হইতে স্বালয়ে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতকাল মধ্যে ঘটিত বাটীর সকল বিবরণ অবগত হওয়ার মানসে শুককে ডাকিলে সে অন্যান্য সকল সমাচার তাঁহাকে জানাইল, কিন্তু কেবল স্ত্রীপুরুষের প্রণয়বিচ্ছেদ ও লোকাখ্যাতি ভয়ে তাঁহার প্রণয়িনীর দুশ্চরিত্র

মাস্তি তিরস্কার করত আপন ভবন হইতে বহিষ্কৃতা করিয়া দিলেন। বণিক বনিতা লজ্জিতা থাকিয়া আপামর সাধারণের নিন্দা ও উপহাসাস্পদ হওয়া অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ানিশ্চয় বোধ করিয়া প্রোক্ত সন্ন্যাসি পুত্রের নিকট গমন পূর্ব্বক কতিপয় সকল দিন নিরাহারে থাকিলেন। অনন্তর বিজ্ঞবরী ত্রিপ্রহর কালে অকস্মাৎ মন্দিরাভ্যন্তরস্থিত শুক অতি মৃদুস্বরে কহিতে লাগিল, হে সতীত্ব ধর্ম্মমার্গ পরিভ্রষ্টে নষ্টমতি বণিক গৃহিণি! মাথা মস্তক মুণ্ডন পূর্ব্বক তুমি অন্ততঃ চত্বারিংশদ্দিবস পর্য্যন্ত কিছুমাত্র অভ্যবহার না করিয়া সমভাবে এ স্থানে থাকিতে পার তবে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া তোমার স্বামির সহিত প্রীতি ঘটাইতে পারি। তখন বণিকপত্নী অতিশয় বিস্ময়াপন্না হইয়া অন্তঃকরণে স্থির করিলেন, এই মন্দির মধ্যে অবশ্য কোন তপঃসিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন, বোধ করি তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া সকরুণান্তঃকরণে পাপ হইতে মুক্ত করিয়া আমাকে নাথের সহিত পুনঃ সন্ধি করিয়া দিবেন। এই চিন্তা করিয়া তদীয়াদেশানুরূপ এককালীন কেশহীনা হইয়া সর্ব্ব প্রকার আহার পরিহার পুরঃসর সেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

পত্নীপরায়ণ সহধর্ম্মিণীকে অতিশীঘ্র গৃহে লইয়া যাই-তে কহিল, মহাশয়, আমি ভগবান্ বৈকুণ্ঠস্বামি প্র-সাদাৎ বহির্গত হইয়া আপনকার সমীপে এই সংবাদ দিতে আসিয়াছি। আপনকার রমণী নিতান্ত সুচরিত্রা; দেখুন, তাঁহারি ধর্ম্মবলে আমি জীবন দান পাইয়াছি। ধর্ম্মধ্বজ বণিক ইহা শুনিয়া অত্যা-শ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হইলেন এবং তদণ্ডেই অশ্বারো-হণ পূর্ব্বক সেই মন্দিরের নিকট উপস্থিত হইয়া অনেক সাধ্যসাধনায় প্রণয়িনীকে আলয়ে আনিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

এই প্রকার প্রতাপাদিত্যের শুক ধর্ম্মধ্বজ শুকাখ্যায়িকা সমাপ্ত করিয়া সুষমাকে কহিল, আপনি অঙ্গীকার করিয়াছেন, অতএব এক্ষণেই প্রিয় সন্নিধানে গমন করুন। তখন সুষমা পরম হর্ষযুক্তা হইয়া পাদক্ষেপ করণমাত্র বিভাবরী বি-গতা দেখিয়া বায়সগণ শব্দ করিতে আরম্ভ করি-ল। তদ্দর্শনে সুতরাং তিনি সে স্থানে যাইতে বিরতা হইলেন এবং তাবদ্রজনী জাগরণ হেতু সে দিন অপরাহ্ণে অকাতরে নিদ্রা গেলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

যখন দিবাকর অস্তাচল চূড়াবলম্বী হইলেন

এবং নিশানাথ উড়ুপতি গগনমণ্ডলে প্রকাশ হইয়া অতি নির্ম্মল সুধাভিষিক্ত কিরণ ভুবনমণ্ডলের চতুর্দ্দিগ বিস্তার করিতে লাগিলেন, এই কালে সুষমা শয়ন হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক নানালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া অনুমত্যর্থ শুকের নিকট গমন করিলে সে নিবেদন করিল, আমি কল্যই আপনকাকে তথায় যাইতে পরামর্শ দিয়াছি, তথাপি অদ্য এক্ষণপর্য্যন্ত কেন গৌণ করিতেছেন? অতএব অবিলম্বেই গমন করুন। কিন্তু এই সকল আভরণ অঙ্গে ধারণ করিয়া যাওয়া ভাল বোধ হয় না, কি জানি যদ্রূপ এক স্বর্ণকার তাহার সূত্রধর মিত্রের কঙ্কণাদি গ্রহণ স্পৃহায় তাহার সহিত কৌশলের পথ ছেদ করিয়াছিল, যদি ইনিও ভবদীয় অলঙ্কারাপহরণ চেষ্টায় সেইরূপ ব্যবহার করেন। তখন সুষমা কহিলেন, সে প্রসঙ্গ কি প্রকার তাহা বল। শুক তাহা শুনিয়া যে আজ্ঞা বলিয়া আরম্ভ করিল।

রাজারামপুর নগরস্থ গোবিন্দ নামে এক স্বর্ণকার ও মধু নামক সূত্রধরের সহিত অনেক দিবসাবধি অতিশয় প্রণয় ছিল। একদা দূরদেশ পর্য্যটনাভিপ্রায়ে উভয়ে বাটী হইতে নির্গত হইয়া নানাবধি ভ্রমণ করত ক্লান্ত হইল এবং পাথের

প্রাপ্তির অন্য কোন উপায় না দেখিয়া গোবিন্দ কহিলেন, হে ভাই! ইহার অনতিদূরে যে মন্দির দৃষ্ট হইতেছে উহার মধ্যে কাঞ্চন ও বহুমূল্য প্রস্তরময় অনেক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, চল আমরা দুইজনে ব্রাহ্মণ-বেশ ধারণ পুরঃসর যোগ সাধন ব্যপদেশে তথায় গিয়া কিছুদিন থাকি, পরে একদা সুযোগক্রমে কতকগুলি প্রতিমা অপহরণ পূর্ব্বক পলাইতে পারিলে তাহা বিক্রয়-দ্বারা স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে সংসারের ব্যয়াদি নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইব। এই পরামর্শ স্থির করিয়া ব্রাহ্মণের আকার গ্রহণ পূর্ব্বক সেই দেবালয়ে প্রবেশানন্তর অসাধারণ ভক্তিযোগ-সহকারে উক্ত রে তপস্যায় নিযুক্ত হইল। তত্রত্য অন্যান্য সেবক ব্রাহ্মণেরা তাহারদের তাদৃশ দৃঢ়াকিঞ্চন ও অধ্যবসায় দর্শনে আপনারদিগকে ধিক্কার করত লজ্জায় অধোবদনে সকলি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসিলে উত্তর করিতেন, আমরা অতি পাপিষ্ঠ ও নরাধম, বলিতে কি, যে দুই মহাপুরুষ সম্প্রতি এখানে যোগাসীন হইয়াছেন, আমরা তাঁহারদের শ্রীপদারবিন্দের কণা তুল্যও নহি।

এই প্রকার দেবালয় পূজক ব্রাহ্মণ শূন্য,

হইলে সেই সুযোগে ছদ্মবেশধারি তাপসদ্বয় এক দিন নিশীথ সময়ে তাবৎ দেবমূর্ত্তি হরণ পূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে আগমন করিল। অনন্তর গ্রামের নিকট উপস্থিত হইয়া কোন পাদপমূলে মৃত্তিকা খনন পূর্ব্বক তথায় ধনরক্ষা করিয়া স্বীয় স্বীয় আলয়ে গমন করিল।

স্বর্ণকার স্বভাবতই ধূর্ত্তজাতি, এক দিন ঘোর তিমিরাবৃতা রজনীতে সেই বৃক্ষমূলে যাইয়া সকল প্রতিমূর্ত্তি উঠাইয়া আপন গৃহে আনয়ন করিল, এবং পর দিবস প্রভাতে সুধুকে দেখিবামাত্র ভর্ৎসনা করিয়া কহিল, তুই নিতান্ত দুরাচার, বিশ্বাসঘাতী এবং অকৃতজ্ঞ হইস্, নতুবা কিঞ্চিন্মাত্র ধর্ম্ম ভয় না করিয়া বিশ্বস্ত মিত্রের সর্ব্বস্ব কেন হরণ করিবি? আমি ধন অধিক মৃত্তিকাতলে রাখন জন্য গত যামিনী মহীরুহের সমীপ অনুসন্ধান করত তাহার কণিকামাত্রও দেখিলাম না, যাহা হউক, আমার অংশ অপহরণ করিয়া গ্রহণ করিলে তোর কোন দিনও মঙ্গল হইবেক না। সূত্রধর ইহা শুনিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্ন হইল। অনন্তর তাহার প্রবঞ্চনা বুঝিতে পারিয়া কোন কথা না বলিয়া ম্লানাস্যে তৎক্ষণাৎ বাটী গমন পুরঃসর সংসারের কার্য্যাদি করিতে লাগিল। এইরূপ

কহিল, তুই এ সকল অসম্ভব কথা কেন কহিস ? মানুষ কি কখনও ভল্লুক হয়? এই বলিয়া তখন তত্রত্য বিচারপতির সমীপে তাহার নামে অভিযোগ করিল। বিচারকর্ত্তা অনতিবিলম্বে সূত্রধরকে ডাকাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করাতে সে কহিল, আমার সম্মুখে তুই পুত্র খেলা করত ক্ষণকাল মধ্যে ভাল্লুক হইয়াছে। বিচারক কহিলেন, ভাল, তোমার এ কথার প্রতি আমার কেমনে প্রত্যয় জন্মে ? তাহা শুনিয়া সে নিবেদন করিল, যদি এই বিচারাগারস্থ লোকেং কর্ম্মচারির মধ্য হইতে সেই বালকদ্বয় আপন জন্মদাতাকে চিনিয়া লয় তবে আমার বাক্য বিশ্বাসযোগ্য হয় কি না? ব্যবস্থাজ্ঞ কহিলেন, তাহা হইলে এতদ্বিষয়ক জাজ্বল্যমান প্রমাণই হয়। তাঁহার এই আদেশ শ্রবণমাত্র মধু সভা মধ্যে উক্ত ঋক্ষশিশুদিগকে ছাড়িয়া দিলে তাহারা গোবিন্দকে অবিকল সেই দারুমূর্ত্তির সদৃশ দেখিয়া উভয়ে অবিলম্বে সমীপস্থ হওত নানা ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে বিচারক কহিলেন, হে স্বর্ণকার! ইহারা তোমারই সন্তান, অতএব গৃহে লইয়া প্রতিপালন কর।

স্বর্ণকার এই ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া পুত্রাশয়ে একান্ত হতাশ হইয়া বারিপূর্ণ নয়নে

বিনীতবচনে সূত্রধরকে কহিল, বন্ধো! সেই স্বর্ণ দেবমূর্ত্তির জন্য যদি এই কৌশল ধার্য্য করিয়া থাক তবে এক্ষণেই তাহার অংশ লইয়া অনুকম্পা পুরঃসর আমার প্রিয়তম নন্দনদ্বয়কে পুনঃ প্রদান কর। মধু অতি সরলস্বভাব ও অক্রূরচিত্ত মনুষ্য ছিল, সুতরাং গোবিন্দকে কিয়ৎক্ষণ মিষ্টভর্ৎসনা করিয়া তদীয় প্রার্থনানুসারে স্বীয় অংশ গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার তনয়দ্বয়কে দিল।

এইরূপ ইতিহাস সমাপ্ত করিয়া শুক সুষমাকে কহিল, এই কারণ আমি আপনকার সঙ্গে লইয়া যাইতে বারণ করি। সুষমা তদাদেশানুরূপ আভরণাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক নাগর সন্নিধানে গমন করিলেন, এইকালে পূর্ব্বদিগস্থ উদয়পর্ব্বত হইতে সূর্য্যদেবকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া সে দিন আর তথায় যাইতে পারিলেন না।

তৃতীয় প্রস্তাব।

অনন্তর যামিনী উপস্থিতা হইলে সুষমা শুককে কহিলেন, আমি মদন বেদনায় নিতান্ত অস্থিরা হইয়াছি, অদ্য অতি ত্বরায় যাইতে অনুমতি কর। শুক কহিল এপর্য্যন্ত আপনকার মনোভীষ্ট পূর্ণ না হওয়াতে আমারও দুঃখ হইতেছে, সেহেতু

প্রতি নিশিতেই আমার উপন্যাস শ্রবণ লিপ্সায় প্রকার্য্য সাধনে বিলম্ব করিতেছেন। অধিকন্তু আমার এই এক আশঙ্কা হইতেছে, ইতিমধ্যে প্রভু গৃহে আসিলে যদ্রূপ বীরভদ্র বর্ম্মার সহধর্ম্মিণী এক রাজাকে অপ্রস্তুত করিয়াছিল, আপনি বা প্রশ্ন সম্ভিব্যাহারে তাঁহার দ্বারা সেই প্রকার অপ্রস্তুতা হয়েন। তখন সুষমা সেই উপাখ্যান শ্রবণাকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিলে শুক তাহা কহিতে লাগিল।

পশ্চিমদেশে বীরভদ্র নামে এক রাজপুত্র ছিল। সে যৌবনের প্রারম্ভেই সর্ব্বগুণযুক্তা অতি রূপসী এক প্রেয়সীকে পাইয়া তাহার সতীত্ব রক্ষার্থ বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক দিবা যামিনী সেই কামিনীর নিকট থাকিত। একদা তাহার স্ত্রী তাহাকে কহিল, হে নাথ! তুমি সর্ব্বকর্ম্ম-ত্যাগ করিয়া সদা কেন স্ত্রী-অন্তঃপুরে থাক? তখন বীর-ভদ্র কহিল নারি-জাতির প্রতি আমার বিশ্বাস নাই; বিশেষতঃ তুমি এক্ষণে তরুণবয়স্কা, কি জানি, যদি প্রোষিতভর্তৃকা হইলে অন্য পুরুষকে সেবা কর, এই আশঙ্কায় আমি স্থানান্তরে যাইতে পারি না। তাহা শুনিয়া বীরভদ্র-বনিতা কহিল, স্বামিন! যে নারী পতিপ্রাণা ও ধর্ম্মপরায়ণা হয় সে

রিক মনোহর হর্ম্যাদি সুশোভিত অপূর্ব্ব এক রাজপুরী নিরীক্ষণ করত অতি হৃষ্ট হইয়া রাজার নিকট আবেদন-দ্বারা তাঁহার সিংহদ্বার-রক্ষকের পদে নিযুক্ত হইল।

নৃপতি প্রত্যহ তাহাকে একই সুদৃশ্য কুসুম কর্ণে আনিতে দেখিয়া এক দিন অমাত্যবর্গকে কহিলেন, দেখ অকালে এতদ্রূপ অভিরাম নূতন পুষ্প দ্বারপাল প্রতি দিবস কোথা হইতে আহরণ করে? তাহা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই কহিল, মহারাজ! আমরাও ইহা দেখিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি। তখন ভূপাল বীরভদ্রকে পুষ্পের কথা জিজ্ঞাসিলে সে কহিল, হে নরেশ্বর! যে কালে আমি ভবন হইতে আগমন করি তখন আমার গৃহিণী আপন সতীত্বের নিদর্শন স্বরূপ এই কুসুম সঙ্গে দিয়াছে, যে পর্য্যন্ত ইহা মলিন না হইবেক ততদিন সে নিষ্কলঙ্কিনী রহিবেক। রাজা শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া তাহাকে বিদায় দিলেন এবং মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন, ইহার ভার্য্যা অবশ্য অন্য পুরুষপরায়ণা, কেবল মন্ত্রবলে এইরূপে পতিকে ছলনা করিয়াছে; যাহা হউক, স্বীয় লোক-দ্বারা তাহাকে ব্যভিচারিণী করিয়া দেখিব পুষ্প শুষ্ক হয় কি না।

এই যুক্তি স্থির করিয়া শিরোমণি নামক একজন লম্পটচূড়ামণিকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি শীঘ্র বীরভদ্রের দেশে গমন পূর্ব্বক কোন কৌশলে তাহার সহধর্ম্মিণীর সহিত প্রীতি করিয়া অল্প দিবস মধ্যেই রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিবা। শিরোমণি তৎক্ষণাৎ যে আজ্ঞা বলিয়া নির্গত হওত বহুক্লেশে সেই নগরে উপস্থিত হইল, এবং তাহার বাটীর অনতিদূরস্থ এক বৃদ্ধার ভবনে বাসা করিয়া তাহাকে কুট্টনী করত বীরভদ্রের অন্তঃপুরে প্রেরণ করিলে সেই সীমন্তিনী কহিল, তুমি যাইয়া অদ্যই সেই নাগরবরকে আমার নিকট পাঠাইয়া দেও। এই প্রকার আদিষ্টা হইয়া বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলে রাজপুত্র-গৃহিণী এক গভীর অন্ধকূপের উপর কৌশলক্রমে বিবিধ সুগন্ধ পুষ্প বিস্তৃত দুগ্ধফেণনিভশয্যাযুক্তৈক পর্য্যঙ্ক স্থাপন করিয়া ধূর্ত্তশিরোমণির আগমন করিলে তাহাতে উপবেশন করিতে কহিল, সে তাহার অনুরাগাভিষিক্ত বাক্য শ্রবণে শ্রবণদ্বয়কে সার্থক বোধ করিয়া পরমাহ্লাদে খট্টাসনোপবিষ্ট হওন মাত্রে প্রোক্ত ঘোর তিমিরাবৃত পঙ্কময়কূপে পতিত হইয়া হা হতোস্মি বলিয়া চীৎকার শব্দ করত পুনশ্চ সেই নরক সম বিষম ক্লেশকর স্থানে কাল

যাপন করিতে লাগিল। পরে একদিবস বীরভদ্র-রমণী তাঁহার নাম ও স্বামী জিজ্ঞাসা করিলে সে অতি কোমল-স্বরে তাঁহাকে আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত সমাগ্রূপে জানাইল।

এ দিগে নৃপতি অনেক দিনপর্য্যন্ত শিরোমণিকে প্রত্যাগত না দেখিয়া আতীপ্সিত সর্ব্বার্থ স্বয়ং গমনেচ্ছু হইয়া মহা-সমারোহে মৃগয়া ছলে বীরভদ্রকে সম্ভিব্যাহারি করিয়া ক্রমে কল্যাণপুর নগরে উত্তীর্ণ হইলেন এবং তাহার পূর্ব্বাংশস্থ কোন বিস্তীর্ণ ভূমিতে ভৃত্যবর্গকে বাসোপযোগি পট-গৃহাদি স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। বীরভদ্র তাঁহাকে সে দিবস তথায় [illegible] দেখিয়া অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্বগৃহে উপস্থিত হইয়া তাহার পতিপ্রাণা অঙ্গনার নিকট সমাগত রাজার প্রেরিত শিরোমণির সম্বাদ শুনিতে পাইল।

রজনী প্রভাত হওয়ামাত্র বীরভদ্র নৃপতির অভ্যর্থনা করণ মানসে সে দিন তাঁহাকে কোন কার্য্য স্থলে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন পূর্ব্বক নানা প্রকার চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় দ্রব্যাদি [illegible] করত ভোজনকালে শিরোমণিকে কূপ হইতে উঠাইয়া পরিবেশন করিতে দিল। রাজা ক্রুদ্ধ

কোকিলাদি সকল পুনঃ পুনর সুস্বরে বলিতে লাগি-লেন এবং সুশীতল মন্দগন্ধবহ সেব্য ও পরম কলেবর সুধাকর পূর্ব্ব দিগ হইতে উদয় হইয়া শুভ্র কিরণচ্ছটায় জগৎ পুনঃ আলোকময় করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে সুযামী শয়ন হইতে গা-ত্রোত্থান পূর্ব্বক অনুমতির জন্য শুকের নিকট যাইয়া কহিলেন, অদ্য শীঘ্রই তুমি আমাকে বি-দায় দেও। তাহা শুনিয়া শুক কহিল, রাজ্ঞি! আমি প্রতি রাত্রিই আপনকাকে যাইতে কহি, তথাপি বৃথা গৌণ করার আবশ্যকতা কি? এক্ষণেই যাত্রা করুন, কিন্তু সাবধান, যেমন স্বর্ণকার সূত্র-ধর তন্তুবায় পরিব্রাজক প্রভৃতি সপ্তজনে এক কন্যা লইয়া পরস্পর বিরোধ করিয়াছিল, যেন সেইরূপ অন্য বিদগ্ধ নাগরেরা আপনকাকে হরণ করিয়া আপনাআপনি তদ্রূপ বিবাদ না করে। তখন সুযামী কহিলেন, সে কি প্রকার? শুক বলিল, তবে শ্রবণ করুন।

কোন সময়ে এক সূত্রধর এক স্বর্ণকার এবং এক তন্তুবায় অর্থোপার্জ্জনার্থ স্ব স্ব যন্ত্র সমভিব্যাহারে দেশান্তরে গমনাভিপ্রায়ে ভ্রমণ করত [illegible] লে হঠাৎ কোন মহা-ভয়ানক কানন মধ্যে চতুর্দ্দিগ বৃক্ষে বেষ্টিত এক প্রচ্ছন্ন স্থানে উপবেশন

পুররক্ষক সেইরূপ নিধান স্ত্রীরত্ন নয়ন গোচর করণমাত্রে তাহার প্রতি প্রসক্তি করণ স্পৃহার ছল করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, এই রমণী আমার ভ্রাতার গৃহিণী, ইহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তিনি তীর্থপর্য্যটনার্থ গিয়াছিলেন, (কোন সন্দেহ নাই) তোমরা তাঁহার প্রাণনষ্ট করিয়া ছল-দ্বারা এই সাধ্বী কামিনীকে ভ্রষ্টাচারিণী করিয়াছ। বস্তুতঃ এই প্রকার অমূলকাপবাদ দিয়া সে বিচার প্রার্থনায় তাহারদিগকে রাজদ্বারে উপস্থিত করিল। নরপতিও সেই বামলোচনার অবর্ণনীয় সুধাকর বদন নিরীক্ষণে মুগ্ধ হইয়া বাদি প্রতিবাদিগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এটা কে? অনেক দিবসাবধি ইহার অন্বেষণার্থ আমি স্থানে স্থানে লোক প্রেরণ করিয়াছি, এ আমার অন্তঃপুরের এক দাসী ছিল, একদা অনেকগুলীন স্বর্ণালঙ্কারাপহরণ পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল, তদবধি আর ইহার সহিত দেখা নাই।

রাজার এইরূপ উক্তি শ্রবণ করিয়া এক প্রাজ্ঞ অমাত্য কহিল, মহারাজ! এমত [illegible] করিলে ধর্ম্মরক্ষা হয় না, এ নারী কাহার হইবেক ইহা মনুষ্যের সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন; [illegible] অনতিদূরে এক প্রাচীন বটমূলে অধিষ্ঠিতা এ

কিয়া কালক্ষেপ করিয়াছেন, যদি স্ত্রীজাতি প্রতি-জ্ঞারূঢ়া হইয়া পুরুষকে স্পর্শ করিয়া থাকিতে পারিত তবে কলিঙ্গাধিপতির কন্যা লীলাবতী অনেক দিবস পুরুষের মুখ না দেখিয়াও কেন শেষে সৌরাষ্ট্র রাজেশ্বরের মহিষী হইলেন? তখন সুরসা জিজ্ঞাসা করিলেন, সে উপাখ্যান কেমন? শুক বলিল, বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

সৌরাষ্ট্রদেশে অমরেশ্বর নামে এক নরেশ্বর ছিলেন, তাঁহার নীলমণি নামক অতি কর্ম্মদক্ষ ও জ্ঞানী এক মন্ত্রী ছিল। এক দিন অপরাহ্নে রাজা পর্য্যঙ্কোপরি নিদ্রিত আছেন, এই সময়ে কোন রাজকীয়কার্য্যের পরামর্শ জন্য প্রধান মন্ত্রী নীলমণি তাঁহাকে জাগরিত করিলে ভূপাল হঠাৎ সুপ্তভঙ্গ হওয়াতে অতিশয় ক্রোধান্ধ হইয়া করে করাল করবাল ধারণ পূর্ব্বক মন্ত্রির পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। তখন নীলমণি প্রাণরক্ষার জন্য কোন উপায় না দেখিয়া অগত্যা নিকটবর্ত্তি এক গৃহস্থের ভবনে যাইয়া পলায়ন করিল। ইত্যবসরে অন্যান্য রাজামাত্যগণ নৃপতির তাদৃশ ভীষণাকার আকার দর্শনে সচিন্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল, মহারাজ! অদ্য কি নিমিত্ত মন্ত্রিপ্রবরের প্রতি এরূপ নির্দয় হইয়াছেন? রাজা বলিলেন,

পক্ষিতে দেখিয়া পুরুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ
করিয়াছেন এবং সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ অদ্যাপি
বিবাহ করেন নাই।

মিত্রাবসু কলিঙ্গবাসির প্রমুখাৎ এই অদ্ভুত
বার্ত্তা শ্রবণমাত্র হর্ষে বিষাদযুক্ত হইয়া অমরাবিন্দ-
য়ে নৃপতি সন্নিধানে গমন পূর্ব্বক তত্রোপরি চিত্র
দর্শনাবধি পক্ষিদের কথিত নারীবৃত্তীয় অসম্ভব
প্রতিজ্ঞা পর্য্যন্ত সকল বিবরণ বর্ণন করিলে অম
রেশ্বর অতি বিবর্ণ হইয়া কহিলেন, এক্ষণে এই
সীমন্তিনীকে রাজধানী আনয়ন পূর্ব্বক তাহার
সহিত পাণিপীড়ন সম্পাদন করার উপায় কি আছে
বল। মিত্রাবসু কহিল, মহারাজ! যদি আমার
প্রতি আদেশ করেন তবে কোন কৌশলে আমি
ইহা সাধন করিতে পারি, যেহেতু স্বপ্নেতে তাঁহার
সৌন্দর্য্য দর্শনে যদি আপনি মোহিত হইয়াছেন,
তিনিও অবশ্য আপনকার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দে
খিলে মুগ্ধা হইবেন সন্দেহ নাই।

ইক্ষ্বাকুবংশজ ভূপতি আনন্দপ্রফুল্লচিত্তে
তৎক্ষণেই স্বীয় অভিলষিত সাধনার্থ মিত্রাবসু প্রতি
আদেশ করিলেন। মিত্রাবসু রাজাজ্ঞা অনুসারে
নগর পরিত্যাগ করিয়া বহু দিবসান্তে কলিঙ্গ
রাজ্যে উত্তীর্ণ হইল। তথায় এক আপণ স্থাপন

হেয়জ্ঞান করিয়াছি ইনিও স্ত্রীজাতির প্রতি তদ্রূপ বিরাগ জন্মাইয়াছেন, ইঁহার সঙ্গে আমার উদ্বাহ হইলে সুখের আর সীমা হইবেক না, অতএব যাহাতে অমরেশ্বর রাজার সহিত পরিণয় হয় তা-হার মত চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। অনন্তর সহচরী-দ্বারা আপন জনক কলিঙ্গাধি-পতিকে স্বীয় অভিপ্রায় জানাইলে তিনি আনন্দ প্রবাহে মগ্ন হইলেন এবং অনতিবিলম্বে অমরেশ্বর ভূপাল সমীপে লোক পাঠাইয়া তাঁহার সম্মতি-ক্রমে সম্বন্ধ স্থির করণানন্তর শুভলগ্নে মহাসমা-রোহে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

এইপর্য্যন্ত আখ্যায়িকা কহিয়া শুক সুন্দর-কে কহিল, দেখুন স্ত্রীজাতি কি প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকিতে পারে? পুরুষ সম্ভোগাকাঙ্ক্ষা অপেক্ষায় পৃথিবীতে আর কোন বিষয় অধিক সুখকর নয়. অতএব আপনি একণেই সেই পুরুষ শ্রেষ্ঠের নিকট গমন করুন? বৃথা সময় ক্ষেপ করার আবশ্যকতা কি? সুন্দরী স্বীয় বাঞ্ছিতরূপ আদেশ পাইয়া পর দিবসে মন্দ মন্দ গতিতে গমন করিতে করিতে অকস্মাৎ প্রভাত সময়ে বজ্রাঘাত সম [illegible] বিষণ্ণবদনে পুনরাবর্ত্তন করিলেন।

[illegible]

যে রাজাজ্ঞা আপন মস্তক হইতে উদ্ধার পাইবেন। অনন্তর উপাধ্যায় কেদারের পরামর্শানুসারে পুত্রকে গৃহে যাইতে বলিবাতে তিনি প্রবিষ্ট হইলে দ্বারাবরোধ করিলেন।

এ দিগে শুভরঙ্গনী উপস্থিতা হইলে নির্দ্ধারিত কালে কেদার কৃষ্ণধনের প্রতিনিধি স্বরূপ প্রোক্ত দেবালয়ে যাইয়া রহিল। সুলোচনা দ্বি প্রহর বিভাবরীকালে নানা বেশ ভূষায় শোভিতা হইয়া উক্ত তিমিরাবৃত মন্দিরে উত্তীর্ণা হইলেন, পরে তত্রস্থিত স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গের পূজাদি করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুনন্দন এ স্থানে আগমন করিয়াছেন? তাহা শুনিয়া ধূর্ত্ত কেদার উত্তর করিল, হাঁ। অনন্তর সুলোচনা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া গলদেশে মাল্য প্রদান দ্বারা জানিতে পারিলেন, যে অধ্যাপক সুত নহে, উঁহার ভৃত্য কেদার, তখন শিরে করাঘাত পূর্ব্বক ক্রন্দন করত কহিলেন, প্রজাপতির নির্ব্বন্ধের অন্যথা করা কাহারো সাধ্য নহে, দেখ, আমি গুরুপুত্র কৃষ্ণধনকে মাল্য প্রদান স্বীকার করিয়া তাঁহা হইতে শত সহস্রাংশে অপকৃষ্ট যে কেদার দাস তাহাকেই পতিত্বে বরণ করিলাম।

এই প্রকার আখ্যান সমাপনানন্তর শুক

কহিল, রাজমহিষি! আমি এই জন্যই আপনাকে পুনঃ পুনঃ সাবধান হইয়া যাইতে কহি; নব যৌবনবিশিষ্ট যুবকগণের প্রীতি আমার কখনও প্রত্যয় হয় না. তাহারদের কিছুমাত্র ধর্ম্মজ্ঞান নাই কি জানি, যদি বল দ্বারা আপনাকে প্রিয় কার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখা করিয়া পরিশেষে কুপথে লইয়া অশেষ ক্লেশসাগরে মগ্না করে। সুষমা শুকের নিদেশানুসারে অতি সাবধানে উপপতি সদনে গমনোদ্যতা হইবামাত্র পূর্ব্ব দিগঙ্গনা আশ্চর্য্য প্রাসাদ হইতে তাঁহাকে বহির্গত দেখিয়া অতি চিন্তিত মনে আপন ভবনে আগমন করিলেন।

সপ্তম প্রস্তাব।

যখন দিনমণি অস্তগিরিতে গমন করিলেন এবং পূর্ব্ব দিগ্ হইতে নিশাপতি চন্দ্র উদয় হইলেন, তাই অবসরে সুষমা অনুমতির জন্য শুকের নিকট যাইয়া কহিলেন, হে বুদ্ধিমান শুক! তোমার সুপরামর্শ ও উপদেশ অবশ্যই আমার হিতকর; যেহেতু এ অবধি কেবল তুমিই আমার সহিত অকৃত্রিম বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছ; অতএব যদি আমাকে যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী হও, তবে আমা শীঘ্রই বিদায় দেও; নতুবা অদ্য এক চর-

মোক্ষের প্রদান কর যে তদনুসারে এ কর্ম্মে জলা-
ঞ্জলি দিয়া আমি ধৈর্য্যাবলম্বন পুরঃসর পরকালের
সুখ চেষ্টায় প্রবৃত্তা হই। ইহা শ্রবণে শুক নিবে-
দন করিল, রাজমহিষি! দেখুন, আমি প্রতি যামি-
নীই আপনকাকে তথায় যাইতে কহি, কিন্তু
জানিনা আপনকার কি দুরদৃষ্ট বশতঃ উক্ত
শুভকার্য্য সাধনে বিলম্ব হইতেছে, যাহা হউক,
সময় নিরর্থক ব্যয় করার প্রয়োজন নাই, আপ-
নকে তথায় যাইয়া তাঁহার সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত
হওন। পরন্তু আর এক কথা এই যে যদ্রূপ ব্যক্তি
তাহার সহিত সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত, যদি
প্রথমতঃ আলাপ দ্বারা বোধ হয় তিনি নিতান্ত
নিকৃষ্ট ও সঙ্কবিদ্ধ তবে যে পরিমাণে তিনি আপ-
নকাকে প্রণয়ঘটিত উপকার করেন আপনি তদ-
পেক্ষায় অধিক পরিমাণে তাঁহার হিতচেষ্টা করি-
বেন; যেমন অনঙ্গসেন ও সুপ্রতীক নামে দুই
পক্ষী কর্ম্মদোষে এই অবনীতে অতি হেয় শরীরি
হইয়াও প্রাণপণে দাক্ষিণাত্য দেশান্তর্গত কাঞ্চী
নগরাধিপতির পুত্র বীরেশ্বরের প্রত্যুপকার করি-
য়াছিল। সুধর্ম্মা জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাদের
ইতিহাস কি প্রকার? শুক শ্রবণমাত্র তাহার উপ-
ক্রম করিল।

পূর্ব্বে ত্রিদশপতি প্রভৃতি ইন্দ্রের সভাতে অনঙ্গসেন ও সুপ্রতীক সংজ্ঞক দুই গন্ধর্ব্ব ছিল, তাহারা একদা কোন অপকার্য্যের দ্বারা তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিবায় দেবরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করিলেন, হে গন্ধর্ব্বদ্বয়! যে যেমত কর্ম্ম তাহার মত ফল ভোগ করিতে হইবেক, অতএব এক্ষণেই অনঙ্গসেন সর্প এবং সুপ্রতীক ভেকের আকার স্বীকার করিয়া পৃথিবী-ভোগ গ্রহণ কর; এই তোমারদের বিহিত দণ্ড। তখন তাহারা প্রভুর মুখ হইতে অকস্মাৎ এতাদৃশ বাক্য নিঃসৃত হইতে দেখিয়া অতি কাতর হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে যোড়কর অনেক স্তুতি পূর্ব্বক নিবেদন করিল, হে সুরেশ্বর! অতি সামান্য অপরাধে এমত গুরুশাস্তি বিধান করিলেন, আমারদের নিতান্ত দুরদৃষ্ট, বস্তুতঃ সন্তানের ক্ষুদ্র দোষে পিতার এরূপ কোপ প্রকাশ করা সম্ভব নহে, এক্ষণে কৃপাবলোকনে এই শাপ মোক্ষের বিধান উপায় করিয়া দেউন, নতুবা কতকাল পর্য্যন্ত ধরাতলে থাকিয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিব? অনন্তর তাহারদের এইরূপ খেদসঙ্কলিত স্তবে অমরাবতীশ্বর সদয়চিত্ত হইয়া কহিলেন, অনেককালের পর যখন কাঞ্চীনগরবাসী যুবরাজ

কালে দৈবাৎ ভুজঙ্গরূপী সেই অনঙ্গসেন আহার জন্য ভেকাকৃতি সুপ্রতীককে তথায় অন্য কোন মণ্ডূক জ্ঞানে আক্রমণ করিবায় তদীয় প্রাণভয় জনিত বিষম রোদন শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। তিনি অকস্মাৎ সেই চীৎকার শব্দানুসারে সর্পের নিকট গমন পূর্ব্বক ভেক প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, হে দুরাত্মা অহি! এক্ষণেই এই বরাককে ছাড়িয়া দেও। সর্প শুনিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সে লম্ফ দ্বারা তৎক্ষণাৎ জল মধ্যে মগ্ন হইল; কিন্তু পন্নগ সেই স্থানে থাকিয়া যাই এক দৃষ্টিতে বীরেশ্বরের বদন নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন রাজপুত্র অতি লজ্জিত হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আমি নিতান্ত পাপিষ্ঠ; মনুষ্যেরা পুণ্যসঞ্চয় হেতু প্রাণান্ত পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াও অতিথি ও অর্থিজনগণকে সমাদরে আহারাদি প্রদান করে, পরন্তু আমি কেন অনর্থক ইহার আহারের প্রতিবন্ধক হইলাম? আমি কোনকালেই এ পাপ হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ হইব না; এই ভাবিয়া আপন শরীর হইতে এক খণ্ড মাংস কাটিয়া তৎক্ষণাৎ সর্পের মুখে নিক্ষেপ করিলেন। সে তাহা মুখে করিয়া তৎক্ষণাৎ ভুজঙ্গাকার পরিত্যাগে উপস্থিত কহিল

উরগী তদাস্বাদন গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসিল, প্রাণ
নাথ! অদ্য এই সুকোমল নরপলল কোথা হইতে
আনয়ন করিয়াছ? পরে সর্প তাহাকে পূর্ব্বাপর
সমুদয় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিলে সে পুনশ্চ বলিল,
প্রভু! এতাদৃশ পরহিতৈষী পুণ্যাত্মাজনের নিকট
কৃতজ্ঞতা স্বীকার পুরঃসর প্রাণপণে তাহার মঙ্গল
চেষ্টা করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। স্ত্রীর এইরূপ
সৎপরামর্শে ভুজঙ্গম অন্তঃকরণে স্থির করিল, যাঁ-
হাকে উপকার করিলে আমার শাপ মোক্ষ হইবে,
তিনি অবশ্য এই মহাত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই।
অনন্তর মনুষ্যের আকার গ্রহণ পূর্ব্বক বীরেশ্বর
সমীপে যাইয়া তাঁহার কিঙ্কর হইয়া রহিল।

এ দিগে ভেক সর্প-গ্রাস হইতে মুক্ত হইয়া
অবিলম্বে ভেকীর নিকট যাইয়া পূর্ব্বাপর তাব-
দ্বিবরণ বর্ণন করিলে সে কহিল, তুমি এই দণ্ডেই
সেই মহোপকারক রাজতনয়ের যথোচিত প্রত্যু-
পকার সাধনে যত্নশীল হও; তিনি তোমাকে আ-
সন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তখন সুপ্রতীত
সহধর্ম্মিণীর বাক্যানুসারে নররূপ ধারণ করিয়া
নৃপনন্দন নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিল, রাজকু-
মার! আমি আপনকার অন্যান্য ভৃত্যের ন্যায়
কোন দাসত্বপদে বিনা বেতনে নিযুক্ত হওয়ার

রাজ্ঞা করি। বীরেশ্বর শুনিয়া তাহাকেও স্বীয় সহ-
ভৃত্য করিয়া রাখিলেন। অনন্তর তিনজন একত্র হই-
য়া গমন করত এক রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া
দ্বারপাল দ্বারা ভূপতির নিকট আপন প্রার্থনা
জানাইলে দ্বারী রাজাজ্ঞানুসারে তাঁহারদের
তিনজনকেই তথায় উপস্থিত করিল। বীরেশ্বর
রাজদর্শন লাভানন্তর অতি বিনীতি পূর্ব্বক নিবে-
দন করিলেন, মহারাজ! আমি আপনকার গুণ
গ্রাহকতা ও বদান্যতা শ্রবণ করিয়া অতি দূরদেশ
হইতে কর্ম্মের আকাঙ্ক্ষায় এ স্থানে আগমন করি-
য়াছি; যদি কোন কর্ম্মচারির প্রয়োজন থাকে
তবে আমাকে নিযুক্ত করুন। রাজা জিজ্ঞাসিলে-
ন, তুমি কি কি কার্য্য সম্পাদনে উপযুক্ত এবং
তোমার বেতন কত? বীরেশ্বর উত্তর করিলেন,
আমি উপস্থিতমত সকল কর্ম্মই করিতে পারি,
আর আমার বেতন প্রতিদিবস শত সুবর্ণ। রাজা
শুনিয়া কিঞ্চিৎ হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, এত দিতে
আমি সমর্থ নহি। অনন্তর অমাত্যেরা নিবেদন
করিল, মহারাজ! সহসা ইহাকে বিদায় দেওয়া
পরামর্শসিদ্ধ নয়, অন্ততঃ চারি দিন ইহাকে প্রা-
র্থিত বেতন প্রদান করিয়া দেখুন এ ব্যক্তি কেমন
কর্ম্মণ্য। ভূপতি তাঁহারদের বাক্যানুসারে কার্য্য

কল্যই তোমার বিহিত দণ্ডবিধান করিব। বীরেশ্বর শ্রবণমাত্র অতিমাত্র বিষণ্ণ হইয়া মনে মনে নানা কল্পনা করিতে লাগিলেন। সুপ্রতীক তাঁহাকে তদ্রূপ ম্লানাস্য অবলোকনে নিবেদন করিল; প্রভো! এজন্য কোন শঙ্কা করিবেন না, আমি এক্ষণেই রাজাজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিতেছি। ইহা বলিয়া তৎক্ষণাৎ মণ্ডূকরূপ অবলম্বনে এক পুষ্করিণীর জলে ডুব দিয়া অনায়াসে মুকুট উঠাইয়া দিল। বীরেশ্বর তাহা নৃপতি গোচর উপস্থিত করিলে তিনি যথোচিত সন্তুষ্ট হইলেন।

এই ঘটনার মাসদ্বয় পরে এক দিন নিশাযোগে রাজনন্দিনীর শয়নমন্দিরে এক কৃষ্ণসর্প প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিদ্রাবস্থায় দংশন করিল। রাজা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ নানা স্থান হইতে বিষবৈদ্য আনয়ন করিলেন, কিন্তু কাহারও ঔষধে আরোগ্য প্রতীকার হইল না। প্রত্যুত তাঁহারা সকলেই নিবেদন করিল, মহারাজ! এ কন্যা কোন প্রকারেই রক্ষা পাইবেক না, অতএব ইঁহার পারলৌকিক কল্যাণ হেতু শাস্ত্রবিহিত সৎকারাদি কার্য্য করিতে অগ্রেই মনোযোগ করুন। তখন নৃপতি প্রিয়তমা দুহিতার জীবনে সংশয় নিশ্চয় জানিয়া রাজপরিবারিক-বর্গকে রোদন করত করিলেন,

শুন বীরেশ্বর ! তুমি প্রাণপণ যত্ন-দ্বারা ঔষধ প্রয়োগ করিয়া আমার কন্যাকে আরোগ্য কর; আমি একান্ত কহিতেছি, যদি তাহার প্রাণ বিয়োগ হয় তবে তোমার শিরশ্ছেদন করিয়া আমিও আপন প্রাণ পরিত্যাগ করিব।

এইরূপ দুঃসাধ্য সাধনার্থ ভূপতির আদেশ পাইয়া বীরেশ্বর অতি উৎকণ্ঠিতমনে সজললোচনে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, ইতিমধ্যে অনঙ্গসেন তথায় আসিয়া কহিল, আপনি কি এই জন্য ভাবিত হইয়াছেন ? আমি অক্লেশে রাজকুমারীর রোগ দূরীভূত করিতেছি, তাঁহাকে কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া যাইতে বলুন ; আমি তথায় গমন মাত্র ভাল করিয়া দিব।

অনন্তর বীরেশ্বর রাজাকে সেই প্রকার করিতে বলিলে ভূপতি এক বিরলস্থানে কন্যাকে রাখিয়া তথায় কেবল বীরেশ্বর ও অনঙ্গসেনকে থাকিতে অনুমতি করিয়া আপনি অমাত্যবর্গ সমভিব্যাহারে রাজসভায় উপবিষ্ট থাকিলেন। এদিগে অনঙ্গসেন ক্ষণকাল কতক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া তথায় আত্ম সংযোগ পূর্ব্বক এক চোষণে তাবৎ বিষ আকর্ষণ করত স্বীয় মুখস্থ করিল। নৃপাত্মজা তৎক্ষণাৎ সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া

বলিলেন। রাজা শ্রবণ করিয়া আনন্দ পূর্ব্বক অন্তঃকরণে আনন্দপ্রবাহে মগ্ন হইয়া বীরেশ্বরকে কহিলেন, তুমি আমাকে যে প্রকার উপকার করিলে ইহা আমি কোনকালেই শোধ করিতে পারিব না, যাহা হউক অদ্যাবধি আমার এই অবিবাহিতা কন্যার পাণিগ্রহণ কর। অনন্তর বীরেশ্বর সম্মত হইলে রাজা শুভলগ্ন স্থির করিয়া তাঁহাকে অতি সমারোহে কন্যা সম্প্রদান করিলেন এবং তাঁহারদিগকে যৌতুক স্বরূপ অর্দ্ধরাজ্য সমর্পণ করিয়া বাসার্থ এক সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। বীরেশ্বর পরমসুখে কিছুকাল তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক সৈন্য সামন্ত সমূহ সমভিব্যাহারে পৈতৃক রাজ্যে যাইয়া জ্যেষ্ঠ মহেশ্বরকে যুদ্ধে পরাস্ত করত তদ্রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

এই রূপে পূর্ব্ব প্রভৃতি আনন্দকর সময়ে একদিবস বীরেশ্বর সিংহাসনাসীন আছেন, এমত কালে অনঙ্গসেন ও সুমতী তথায় উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিল, মহারাজ অদ্যাবধি আমরা অবসর প্রার্থনা করি। বীরেশ্বর কহিলেন, তোমারদের কর্ম্ম পরিত্যাগ করার উপযুক্ত সময় এ নহে; আমাকে কার্য্য-দ্বারা যেরূপ উপকৃত করিয়াছ তাহাতে আমি সহসা পারিতে

মার অন্তঃকরণ বিষাদসাগরে মগ্ন হয়, বাস্তবিক মন এইরূপ অজস্র ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাপরতন্ত্র হইয়া পর্য্যায় ক্রমে হর্ষ ও বিষাদের বশতাপন্ন হইতেছে, বল দেখি ইহার কারণ কি? শুক কহিল, ঠাকুরাণি! ইহার কারণ অতি অদ্ভুত, প্রাচীন কোবিদগণ এতদ্বিষয়ে অতি সুন্দর প্রসিদ্ধ এক আখ্যান প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে। সুষমা কহিলেন, সে প্রসঙ্গ কেমন তাহা কহ। শুক কহিতে লাগিল,

"বিশ্বরাজ্য সৃষ্টির প্রারম্ভাবধি দুই প্রসিদ্ধ পরিবার বিদ্যমান ছিল। আলোক ও অন্ধকারে যদ্রূপ বিরুদ্ধভাব দৃষ্ট হয়, সেই পরিবারদ্বয় মধ্যেও তদনুরূপ মতের অনৈক্য ছিল। ইহার এক পরিবারের বাসস্থান স্বর্গ, অন্যের আবাস নিরয়মণ্ডল অবধারিত হইয়াছিল। প্রথম বংশজাত সর্ব্ব কনিষ্ঠার নাম হর্ষ; এই হর্ষ সুখের কন্যা ও ধর্ম্মের দৌহিত্রী, ধর্ম্ম সর্ব্বদেবমণ্ডলীর সন্তান। আর দ্বিতীয় কুলোদ্ভব সর্ব্বানুজ নন্দনের নাম বিষাদ; ইনি ক্লেশের পুত্র ও পাপের পৌত্র, পাপ দুর্দ্দান্ত অসুরচয়ের সন্ততি। ইহারদের বসতিস্থল নরক রাজ্য। এই ঊর্দ্ধাধঃস্থিত রাজ্যদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তি প্রদেশের নাম ধরাতল; ইহা নাতি ধর্ম্মনিষ্ঠ, নাতি

পাপিষ্ঠ, সামান্য নরলোকের বাসালয়ে পরিপূর্ণ। সর্ব্বলোক পিতামহ বিধাতা ধরাবাসি প্রজাগণের স্ব-র্লোকস্থ মহাত্মাদিগের ন্যায় পবিত্র হওনোপযো-গিনী ক্ষমতা কিম্বা স্বর্গ পানের নিকবর্ত্তী না অধ-ম হওয়ার প্রবৃত্তি না দেখিয়া মনে মনে পর্য্যালোচ-না করিতে লাগিলেন যে মানবজাতিকে মধ্যম অবস্থায় রক্ষণ ভিন্ন অতিশয় সুখি না নিতান্ত দুঃখি করা শ্রেয়সী নহে, অতএব ইহারদের কোন উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া উচিত। এই ভাবিয়া অ-বিলম্বে প্রোক্ত পরিবারস্থ হর্ষ ও বিষাদকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন যে তোমরা উভয়ে পৃ-থিবী যাইয়া একবাক্যে তত্রত্য প্রজার প্রতি স্বীয় স্বীয় আধিপত্য স্থাপন কর। তখন হর্ষ ও বিষাদ ব্রহ্মার আজ্ঞা শিরোধারণ পুরঃসর অবনীরাজ্যে উত্তীর্ণ হইলেন এবং উভয়ে অনন্যকর্ম্মা ও অনন্য-মনা হইয়া প্রথমতঃ স্থির করিলেন যে হর্ষ ধার্ম্মিক বর্গ ও বিষাদ পাপি নিকরকে স্বীয়ায়ত্ত করিবেন অনন্তর কিয়দ্দিন এই প্রকার ব্যবহার করত দে-খিলেন যে মহীমণ্ডলস্থ কোন জনপদেই এমত নির্ম্মল পুণ্যাত্মা ব্যক্তি নাই যাহাতে কিছু পাপাং-শ না দৃষ্ট হয়, আর এতদ্রূপ মহাপাপীও নাই যাহার কিঞ্চিৎ সদ্গুণ না আছে। এতদ্দৃষ্ট হর্ষ

গণমধ্যে সুতরাং তাঁহারদের আপনাপন প্রজা-
ধিকারস্থলের বিষয়ে মতাবভ্রাট্ ঘটিল, ফলতঃ
এই জন্য উভয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদও উপস্থিত
হইল, পরে অনেক বিবেচনানন্তর তাঁহারদের
মধ্যে উদ্বাহ সম্বন্ধ নির্ণয় হইয়া ক্লেশ নন্দন কিম্বা
ক্লেশের সহিত হর্ষের পাণিপীড়ন সম্পন্ন হইল, এবং
তাঁহারা এই নবোঢ় দম্পতী প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে
জনের চিত্তরাজ্যে কারেক বিষাদের অধিকার
হইবেক তাহার অব্যবহিত পরক্ষণেই তদীয় সহ-
ধর্ম্মিণী হর্ষ তথায় উপস্থিত হইবেক। এই প্রকারে
উভয়ে একমনস্ক হইয়া একমতে মনুষ্য জাতির উপ-
র অধিকার বিস্তার করিলেন।

তাঁহারদের এবম্বিধ উপাদেয় সন্ধিতেও ব্র-
হ্মার মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। অধিকন্তু তিনি
এই নিয়ম করিয়াছিলেন, যে মনুষ্য জীবদ্দশায়
থাকিয়া অধিকাংশ অধর্ম্মাচরণ করিয়া পঞ্চত্ব
পাইবেক তাহাকে বিষাদ সমভিব্যাহারে করিয়া
নরকরাজ্যে লইয়া স্বীয় বংশজগণের মধ্যে বাস
করিতে দিবেন অথচ যে মনুষ্য এ সংসারে অধিক
পুণ্যকর্ম্ম করিবেক তাঁহাকে হর্ষ স্বয়ং সঙ্গে করিয়া
স্বর্গরাজ্যে গোলোকধামে ঋষি ও দেবতাগণের
সহিত বাস করিতে লইয়া যাইবেন।

হর্ষ বিষাদের প্রসঙ্গ এইরূপ সমাপনানন্তর শুক কহিল, রাজমহিষি! এক্ষণেই অভিপ্রেত সিদ্ধি সংকল্পে প্রিয়-সন্নিধানে যাত্রা করুন। সুষমা হৃষ্ট মনে গমনাভিলাষিণী হওনমাত্র দেখিলেন যে পূর্ব্ব দিগ হইতে দিবাকর বিশুদ্ধ তপ্তকাঞ্চন-পাত্র সম প্রভাবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশমান হইতেছেন, অতএব সে দিনও গমনে বিরতা হইলেন।

নবম অধ্যায়।

তদনন্তর রজনীর আগমন দেখিয়াই সুষমা শুকের নিকট গমন পুরঃসর কহিলেন, কল্য রজনী যে অপূর্ব্ব প্রসঙ্গ কহিয়াছিলে তাহাতে তোমার প্রতি পরম সন্তুষ্ট হইয়াছি; অদ্য এক কথা এই যদি সেই প্রাণনাথ কোন কারণ বশতঃ আমার সহিত শত্রুবৎ ব্যবহার করেন তবে আমার পক্ষে কি কর্ত্তব্য তাহাও সুস্থিরচিত্তে বলিয়া দেও। ইহাতে শুক নিবেদন করিল, রাজমহিষি! তিনি আপনকার প্রতি অহিতাচরণ করিলেও আপনি প্রত্যুত্তরে সহসা কিছু না বলিয়া তাঁহার সহিত প্রণয়রস প্রসঙ্গে কালক্ষেপ করিয়া সুখে থাকিবেন, যেহেতু হিতোপদেশাদিতে পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন যে সুবোধজন দোষাদোষের নিমিত্ত [illegible]

কেও স্কন্ধদেশে করিয়া বহন করেন; যেরূপ বৃদ্ধ সর্প মণ্ডুকবংশ ধ্বংশ করণাভিপ্রায়ে চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল। সুবদ্ধা জিজ্ঞাসিলেন, সে প্রস্তাব কি প্রকার? শুক কহিল,

পঞ্চালরাজ্যান্তর্গত কোন বৃহৎসরোবরে বহু দিনাবধি এক কালসর্প বাস করিত, সে বার্দ্ধক্যাবস্থায় অত্যন্ত জীর্ণেন্দ্রিয় ও শীর্ণকলেবর হইলে একদা মনে মনে বিবেচনা করিল, আমি এক্ষণে নিতান্ত উপায়হীন হইয়াছি; স্বয়ং আহারান্বেষণ করত উদর পূর্ণ করি এমত সামর্থ্য নাই: অতএব নিকটস্থ এই সরোবর তীরে মৃতবৎ পড়িয়া থাকি, যদি দৈবাধীন কোন আহার্য্য জন্তু সমীপস্থ হয় তবে তাহাই ভক্ষণ দ্বারা জীবনধারণ করিতে পারিব। ইত্যাদি চিন্তা করিয়া তদবধি সেই জলাশয়ের নিকট যাইয়া থাকিল।

বহু দিবসানন্তর এক উদার-স্বভাব মণ্ডুক হঠাৎ জল হইতে উঠিয়া তাঁহাকে দর্শনমাত্র জিজ্ঞাসিল, হে ভুজগ! তুমি বহুকালাবধি অশন হীন হইয়া এস্থানে কেন আছ? আর ভোজনের চেষ্টা বা কি জন্য পরিত্যাগ করিয়াছ? তাহা শুনিয়া অহি উত্তর করিল, বন্ধো! অদৃষ্টের বিবরণ তোমাকে কি কহিব? আমার দুঃখ শ্রবণ

নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগি-
লেন। পৌরেরা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আগমন পূর্ব্বক
রাজসদন পূর্ণ করিল এবং জ্ঞানবান বিশিষ্ট লোকে-
রা সান্ত্বনার্থ রাজাকে কহিল, মহারাজ! আপনি
কেন এজন্য শোকার্ত্ত হইয়া অনুতাপ করিতেছে-
ন? দেখুন, জীব ভূমিষ্ঠ হইলে মাতৃ-ক্রোড়স্থ
হওয়ার পূর্ব্বে যেমন ধাত্রী অঙ্কে করে সেই প্র-
কার জন্মিবামাত্র সর্ব্বাগ্রে অনিত্যতা ক্রোড়ে করে,
পশ্চাৎ জননী জনক প্রভৃতিরা কোলে করেন, অত-
এব এজন্য শোকের বিষয় কি? মনুষ্যের শরীর
গ্রহণ করিলেই বিনাশ আছে; যে প্রকার পথি-
কেরা অতিশয় আতপে তাপিত হইয়া কোন বৃ-
ক্ষের ছায়াতে উপবেশন-দ্বারা শরীর স্নিগ্ধ করিয়া
পুনর্ব্বার তথা হইতে প্রস্থান করে, মনুষ্যের সমা-
গমও তদ্রূপ। যেমন সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় দুই
অর্ণবপোতস্থ লোকেরা বিশিষ্ট মিষ্টালাপাদি-দ্বারা
পরস্পর কিয়ৎকাল আপ্যায়িত হইয়া পুনশ্চ স্বীয়
স্বীয় দেশাভিমুখে গমন করে, জীবের সম্বন্ধও
সেই প্রকার। সংসারের কোন বস্তুই স্থায়ি নহে;
পৃথিবীর লোকদিগেরই জন্ম মৃত্যু পরিণামের চির অ-
ভ্যাস হয়। যৌবন, রূপ, জীবন, মান, অর্থ সঞ্চয়,
বিভব, মিত্রের সহিত দৃঢ়-প্রণয়, পুত্র পৌত্র কন্যা

ও পৌত্রাদির প্রতি প্রীতি, এ সকলি অনিত্য। অতএব জ্ঞানিজনেরা ইহাতে মুগ্ধ হয়েন না। দেখুন, প্রাচীনকালে মহিষাসুর, চণ্ডমুণ্ড, শুম্ভ নিশুম্ভ, রক্তবীজ, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, কংস, মান্ধাতা, জরাসন্ধ, দুর্য্যোধন প্রভৃতি যে সকল দুর্বৃত্ত রাজাদের প্রতাপে সসাগরা ধরা কম্পিতা ছিল, তাঁহারদেরও মৃত্যু হইয়াছে, এবং রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কত ধর্ম্মরূপ ভূপতি অবনীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন; ভদ্ভিন্ন কত মহা মহা দুর্জ্জয় বীরপুরুষ যশঃ সৌরভে পৃথিবীকে আমোদিতা করিয়াছিলেন, তাঁহারাও কালগ্রাসে পতিত হইয়া এ লোক হইতে অদর্শন হইয়াছেন। অতএব বৃথা মায়ায় অন্ধ হইয়া কেন ক্রন্দন করিতেছেন? অপিচ এই নশ্বর পাঞ্চভৌতিক কলেবর, যাহা লোকেরা আপনাপন বলিয়া যত্ন করে, পঞ্চত্বপ্রাপ্তির পর তাহা নিজ নিজ কারণেতে লীন হইয়া যায়, সুতরাং মরণান্তে কাহারো সহিত কাহারো সম্বন্ধ থাকা কিরূপে সম্ভবে? এই জন্য আমরা নিবেদন করিতেছি যে আপনি স্বভাবস্থ হইয়া শোকচর্চ্চা পরিহার পূর্ব্বক যাঁহার জন্ম নাই, বিকার নাই, বৃদ্ধি নাই, ধ্বংস নাই, এমত যে নিত্য পরমসত্য সর্ব্বনিয়ন্তা কারণের

অভিসম্পাতে তদবধি মণ্ডুক বহিবার জন্য আমি নিরাহারে অত্রাবস্থিতি করিতেছি; এমত শক্তি নাই যে আপনি আহারানুসন্ধান করি। হে মিত্র! কেবলমাত্র ভরসা এই যে যিনি হংসকে শুক্লবর্ণ শুককে হরিদ্বর্ণ এবং ময়ূরকে বিচিত্র শোভায় ভূষিত করিয়াছেন এমত যে মহাশিল্পকর পুরুষ তিনি আমারও অবশ্য বৃত্তি বিধান করিবেন। অনন্তর সেই ভেক যাইয়া তাহাদের রাজার স্থানে সে সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে ভেকরাজ হৃষ্টমনাঃ আসিয়া সর্পের পৃষ্ঠে আরোহণ করিল। সুচতুর সর্প প্রথমতঃ অতি বিচিত্র গতিতে জলমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল, পর দিনে তাহাকে গমনে অশক্ত দেখিয়া ভেকেশ্বর কহিল, ওহে তুমি কেন চলনে অসমর্থ হইতেছ? তাহাতে ভুজঙ্গ উত্তর করিল, মহারাজ! অনাহার প্রযুক্ত আমি অত্যন্ত বলহীন হইয়াছি। অনন্তর দর্দুরস্বামী কহিল, তবে অদ্যাবধি তুমি প্রত্যহ আমার আজ্ঞানুসারে এক এক ভেক ভক্ষণ করিবা। সর্প কহিল, যে আজ্ঞা বলিয়া তদনুসারে প্রতি দিন এক একটা ভেক ভক্ষণ দ্বারা ক্রমশঃ অল্পকালীন মধ্যে সরোবর শূন্য করিয়া একদা রাজাকেও আপন উদরস্থ করিল।

এই প্রকার প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া শুক সুষমাকে কহিল, এই নিমিত্তই শাস্ত্রজ্ঞেরা কহিয়াছেন যে বুদ্ধিমান্ব্যক্তি স্বকার্য্য সাধনার্থ শত্রুকেও স্কন্ধে বহন করে। যাহা হউক, আপনি বৃথা আর বিলম্ব করিবেন না, এক্ষণেই তথায় যাইয়া সুখে রাত্রিযাপন করুন। সুষমা তদীয় বাক্যানুসারে গাত্রোত্থানমাত্র যামিনীর অবসান হইবাতে প্রিয় সন্নিধানে গমন করিতে পারিলেন না।

দশম প্রস্তাব।

অনন্তর যামিনীর আগমনে সুষমা শুকের নিকট গমন পূর্ব্বক কহিলেন, কল্য যাহা উপদেশ করিয়াছ আমি অবশ্য তদনুরূপ কার্য্যাচরণ করিয়া স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধ করিব তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু যদি তিনি পরীক্ষা-দ্বারা অতি সুরসিক স্ত্রী-প্রযোগ্যা বোধে হউন তবে কি করা উচিত? শুক কহিল, তাহা হইলে আপনি নিঃসন্দেহে তাঁহার প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশ করিবেন। যাহা হউক, অদ্য আর এস্থানে থাকিয়া অনর্থক কালক্ষেপের প্রয়োজন নাই, ত্বরায় প্রিয়জন সমীপে যাত্রা করুন; কদাচ আপনি কোন বিষয়েই আশঙ্কা করিবেন না, যদি কেহ আপনকার

সদা চেষ্টা করে আর দৈবাৎ তজ্জন্য কোন অনর্থ উপস্থিত হয় তবে অক্লেশে তাহা হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে অশেষ প্রকার শাস্তি প্রদান করিয়া; যেমন সুশীলা নাম্নী এক বিপ্রকন্যা প্রাণনাথ দ্রুপদকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া তাঁহার অনিষ্টাচারিণী গৃহিণীকে যথোচিত প্রতিফল প্রদান করিয়াছিল। সুবর্ণ কহিলেন, সে উপাখ্যান কীদৃশ? শুক কহিল, শ্রবণ করুন।

ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে দৃষদ্বতী স্রোতস্বতী তীরে বর্দ্ধমান নামে এক নগর ছিল। মহাবিক্রমশালী দ্রুপদ রাজা তথায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র দ্রুপদ যৌবন সীমাতে পদার্পণ মাত্রেই হৈমবতী নাম্নী কোন রূপবতী সুবর্ণ-কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া রাজা পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। যুবরাজ দ্রুপদ নানা জনপদের অধিপতি হইয়াও কেবল প্রণয়িনী সহবাস-জনিত সুখসম্ভোগ স্পৃহায় সদা অন্তঃপুরে থাকিতেন, এবং নবোঢ়া হৈমবতীর প্রথমতঃ পতির মুখ সন্দর্শন নিবন্ধন সঞ্জাত হর্ষ ও লজ্জোদ্রেক দ্বারা অনুপম রস প্রসঙ্গে নানা কৌতুক করিতেন, তথাপি কিছুতেই তাঁহার মুখ হইতে স্বাভিলাষানুরূপ উত্তর নির্গত করাইতে সমর্থ হইতেন না। হৈমবতী তাহাতে বরঞ্চ

যে বিবিধ ভীষণাকারযুক্ত ভূত প্রেত পিশাচ সকল নানা ভ্রুকুটি-ভঙ্গি প্রকাশ করত বিকট হাস্য আস্যে হুহুঙ্কার ধ্বনি করিয়া পৃথিবীকে ক্ষুভিতা করিতেছে। স্থানে স্থানে বিশাল-বদনা লোহিত রসনা মুক্তকেশা উলঙ্গিনী ডাকিনী সঙ্গিনী নিকর চতুর্দিগে নৃত্য করত সদ্য-ছিন্ন-নর মুণ্ড সকল চর্ব্বণ-দ্বারা চূর্ণ করিতেছে। স্থানবিশেষে জীবিত মনুষ্য সকল বধ করিয়া শোণিত পানে বিহ্বলা হওয়াতে প্রত্যেকের সৃক্কদ্বয় গলিত রক্ত ধারাসিক্ত মুখমণ্ডল বিস্ফুরিত হইতেছে এবং সর্ব্বত্র এককালীন অকস্মাৎ ধারায় পারায়, ছেদয় ভেদয়, মারয় মারয় শব্দ হইতেছে। এবম্প্রকার চমৎকার নয়নগোচর করিয়াও ক্রুপদের হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইল না, তিনি অন্তরালে থাকিয়া অবিস্ময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন। অনন্তর যখন অবলোকন করিলেন যে তাঁহার সহধর্ম্মিণীও সেই ভাবিনী ডাকিনীগণের সহিত মিলিতা হইয়া পরমানন্দে এক শবদেহ দূর হইতে আনয়ন পূর্ব্বক তাহা ভোজন করিয়া একটা পিশাচ সঙ্গে নানা রঙ্গে কেলি কৌতুক করিতে লাগিল, তখনি তাঁহার মহাতঙ্ক হইল। মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে আমি এই ডাকিনীর জন্য

হইয়া উঠিলেন। ইহা দেখিয়া ক্রোধান্ধ
করত তাঁহাকে বাটীর বাহির করিয়া দিল। কুক্কুর
রূপী দ্রুপদ দ্রুতগতিতে রাজপথে উঠিলেন। কিন্তু
সে স্থানেও তিনি নিরুদ্বেগে থাকিতে পারিলেন
না, নগরস্থ অন্যান্য সকল কুক্কুর তাঁহাকে নূতন
দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া দন্তাঘাতে
তাঁহার তাবৎ শরীর ক্ষত বিক্ষত করিল, তখন
তিনি প্রাণরক্ষার্থ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তন্নগর
বাসি এক পুরোহিত ব্রাহ্মণের সদনে উপস্থিত
হইলেন। উদারচরিত্র ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অতিশয়
দুরবস্থ দর্শন করিয়া স্নেহ পুরঃসর আপন আ-
লয়ে রাখিয়া প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। ঐ
ব্রাহ্মণের সুশীলা নাম্নী এক কন্যা ঐন্দ্রজা-
লিক বিদ্যায় বিলক্ষণ তৎপরা ছিল। এক দিবস
ঋত্বিক কোন যাগারোপলক্ষে যজমান গৃহে গমন
করিলে পর সুশীলা দৈবাৎ বহির্বাটীতে আসিয়া
উক্ত কুক্কুরকে নয়নগোচরমাত্র তাঁহার আকার
ইঙ্গিতে প্রকৃত কুক্কুর বোধ না হওয়ায় অন্তঃকরণে
নিশ্চয় করিল, এ কখনও স্বভাবজাত কুক্কুর নহে।
আমি আপন বিদ্যা প্রকাশ করিয়া দেখি যথার্থ
পশু কি না। অনন্তর সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার
মস্তকোপরি দক্ষিণ-হস্ত সংযোগ পূর্ব্বক কহিল,

যদি তুমি নিতান্তই সর্প হও তবে এই ক্ষণেই মরিবে, নতুবা অন্যের প্রবঞ্চনায় ঈদৃশ আকার ধরিয়া থাকিলে এইক্ষণেই পূর্ব্বকার শরীরে পুনর্জীবিত হও। সুশীলার এইরূপ কথা কর্ণস্থ হওয়া মাত্র ভুজঙ্গ পুনর্ব্বার সেই দিব্য রাজনন্দন হইলেন, এবং পরম হিতকারিণী বিপ্র-তনয়ার নিকট অশেষ উপকার স্বীকার করিলেন। সুশীলা পরম সন্তুষ্টা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে রাজপুত্র! আপনার এরূপ দুরবস্থার মূলীভূত কারণ কে? তখন ভুজঙ্গ আদ্যোপান্ত সমুদয় তাহাকে জানাইলে সে বলিল, আপনকার আর কোন চিন্তা নাই, ঐ দুষ্ট রাণীকে আমি ইহার বিলক্ষণ শাস্তি প্রদান করিব।

সে উত্তর কহিয়া অন্তঃপুর হইতে এক কমণ্ডলু আনিয়া তাঁহার হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক কহিল, আপনি এটি সংগোপনে লইয়া তাহার খট্টার নিম্নে লুকাইয়া থাকিবেন, অনন্তর শেষ রাত্রিতে যখন সে প্রবেশ করিতে আসিবে, তখন তাহার সম্মুখীন হইয়া সাবধান পূর্ব্বক ইহা হইতে কিঞ্চিৎ জল নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তকে দিবেন, পরে যাহা হয় প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইবেন। দ্বিজাত্মজার এইরূপ মন্ত্রণানুসারে সেই পাত্র শিরোপরি ধারণ পূর্ব্বক

ক্রপদ পর্য্যঙ্কের নীচে গিয়া থাকিলেন এবং কথিত সময়ে হৈমবতীর মস্তকে জল প্রদানমাত্র তৎক্ষণাৎ সে এক ঘোটকী হইল। রাজকুমার হর্ষযুক্ত হইয়া কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে অন্যান্য তুরঙ্গিণীর ন্যায় অশ্বালয়ে বন্ধন করত প্রতিদিন নিয়মিত আহার প্রদান করিতে লাগিলেন। আর কলেবর দায়িনী সুশীলাকে প্রার্থনাধিক অর্থ-প্রদান-দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া তাহার পিতাকে রাজসভার সর্ব্ব প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই প্রকার আখ্যায়িকা সমাপন করিয়া শুক কহিল, আপনকার কোন বিষয়ে ভয় নাই। আমি পুনঃ পুনঃ কহিতেছি যে, যে প্রকারে হউক প্রাণপণে অবশ্য আপনকার উপকার করিব, এক্ষণে আহ্লাদিত মনে বল্লভ সমীপ যাইয়া নিদ্রা যাপন করুন। সুষমা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন, পরে কিঞ্চিৎ দূরে যাইয়া দিনমণিকে পূর্ব্ব পর্ব্বত হইতে বহির্গত দেখিয়া বিরস বদনে পুনরাবর্ত্তন করিলেন।

একাদশ প্রস্তাব।

সে দিবস সন্ধ্যাকাল উপস্থিত হইলে সুষমা

নী কৃষক কলত্র ও দুই পুত্র সমভিব্যাহারে বাস করিত। জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ কনিষ্ঠ আনন্দ অপেক্ষায় এক বর্ষ অধিক বয়স্ক। যে দিবস আনন্দের জন্ম হয় সেই দিন শুভক্ষণে কৃষক আপনোদ্যানে দুইটা আম্রবৃক্ষ রোপণ করিয়া উভয়ের প্রতি সম পরিশ্রম ও মনোযোগ সহকারে তাহাদের উন্নতি চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল। বয়ঃক্রম অল্প দিবস মধ্যে উক্ত তরুদ্বয় এরূপ সমভাবে বর্দ্ধমান হইতে লাগিল যে তাহাদের মধ্যে কেহই ইতর বিশেষ করিতে সমর্থ হইতেন না।

অনন্তর কৃষকাত্মজদ্বয় কিঞ্চিৎ বয়ঃপ্রাপ্ত উপযুক্ত হইলে একদা বসন্তসমাগমে তৈবর্ত্তা তাহাদের উভয়কে প্রোক্ত উদ্যানে লইয়া যাইয়া আম্রবৃক্ষদ্বয় প্রদর্শন পুরঃসর কহিল, দেখ বাছা বাপু বসন্তের আগমনে প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে, নৈসর্গিক নিয়মে বদ্ধ হইয়া নানা বৃক্ষ কেমন সুচারুরূপে স্বীয় স্বীয় মনোহর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছে, এই যে আম্রবৃক্ষদ্বয় যাহা তোমরা সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিতেছ, আর যাহাদের শোভনতম দৃশ্য তোমাদের অন্তঃকরণ এককালীন প্রফুল্লতারসে পরিপূর্ণ করিতেছে, দেখ অভিরাম নব নব মুকুল সমূহে কি অদ্ভুত

পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতেছে, মধুকরের গুঞ্জন মুকুলচয় হইতে মধুপানে মুগ্ধ হইয়া চঞ্চুপুটে [illegible] করত আপনাপন আনন্দ বিজ্ঞাপন করিতেছে এইদিকে বসন্তকাল নয়নগোচর করিলে কাহার অন্তঃকরণ হর্ষযুক্ত না হয়? অনন্তর [illegible] এই যে ঐ দুই আম্রতরু তোমাদের দুইজনকে দান করি, যদি তোমরা মন নিষ্ঠ হইয়া বৃক্ষের উন্নতিকল্পে অক্লিষ্ট পরিশ্রম কর তবে তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হইবেক, যদি অবহেলা কর তবে তাহারা শুষ্ক হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবেক. ফলতঃ যিনি যৎপরিমাণে যত্ন করিবেন তিনি তৎপরিমাণে ফলভোগ করণে সমর্থ হইবেন

১৯. এই প্রকার পিতৃ আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র কণ্বদুহিতাদ্বয় পরমোল্লসিত-মনে তদবধি স্ব স্ব বৃক্ষের তত্ত্বাবধারণ ভার গ্রহণ পুরঃসর তাহা পক্ষি পশু প্রভৃতির উপদ্রব হইতে রক্ষা এবং শাখা সকল অবনত হইয়া না পড়ায় জন্য অবলম্বন প্রদানার্থ বেড়া নিযুক্ত হইল, আর প্রভাকরের প্রখরতর কিরণজাল বিগলিত বিন্দু বিন্দু শিশির নিকরের [illegible] মূলে সঞ্চার করিয়া উঠাইবার জন্য তরুতল মৃত্তিকা খনন করিয়া দিতে লাগিল। যাদৃশ শিশু শৈশবাবস্থায় তাহার জননী তাহাকে যেরূপ

যত্নে পালন করিয়াছিলেন তদপেক্ষায় অধিক আ-
য়াস স্বীকার পূর্ব্বক সে উক্ত বৃক্ষ পালন করিত।
কিন্তু জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ তদনুগামী না হইয়া অন্যা
গ্রামস্থ অন্যান্য দুর্বৃত্ত বালকগণ সঙ্গে নিকটস্থ
কোন শৈলোপরি আরোহণ পূর্ব্বক পথিক সক-
লের প্রতি নানাপ্রকার অত্যাচার করিত, এজন্য
কোন কোন দিবস সন্ধ্যাকালে কাহারো সহিত
বিরোধ করত ভগ্নাধর ও ক্ষত চক্ষু হইয়া গৃহে
প্রত্যাগত হইত। এইরূপ বাল্য স্বভাব সুলভ ব্যস-
নাসক্ত থাকায় তাহার বৃক্ষের সুতরাং দুরবস্থা
ঘটিল।

এক দিবস হৈমন্ত মাসে সে উক্ত উদ্যানের
নিকটস্থ বর্ত্ম দিয়া গমনকালে দেখিল, ভ্রাতার
বৃক্ষ অপর্য্যাপ্ত সুপক্ব আম্রফলে পরিপূর্ণ হইয়া
সেই ভারে এমত অবনত হইয়াছে যে অনতিদূর
বিরহ হইলে সর্ব্বসাৎ বৃক্ষ ভূমিসাৎ হইয়া যাইত।
তাদৃশ স্ববর্দ্ধিত বৃক্ষ লোচনগোচর করিয়া স্বীয়
তরু হইতেও তদনুরূপ ফল লাভাশাপরতন্ত্র হই-
য়া অনতিবিলম্বে তন্নিকট গমন পূর্ব্বক অবলোকন
করিল যে বৃক্ষের শাখা সকল কেবল শৈবাল সমূ-
হে আচ্ছাদিত আছে, পত্রগুলি শুষ্ক হইয়া ভূমিতে
পতিত হইয়াছে, কোন শাখায় আম্রমুকুলও নাই।

অনন্তর চিন্তাপহারক প্রিয় নাগর সমীপে যাই যা সম্যক্ প্রকারে অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। সুষমা উক্ত গুরু উপপতি সদনাভিমুখে যাত্রা করণমাত্র পূর্ব গিরির মনোহর চূড়াবলম্বি উদয়োন্মুখ দিনকরের কর পুণ্ডরীকেন্দ্রিয়ের গোচর হওয়ায় দিবাগমন বুঝিয়া গৃহে প্রত্যাগতা হইলেন।

দ্বাদশ প্রস্তাব।

অনন্তর সায়ংকালে সুষমা প্রাগুক্ত শুক সমীপে যাইয়া কহিলেন, তোমার গত রাত্রির পরামর্শানুসারে আমি একান্ত যত্নযুক্তা হইয়াছি, অদ্য যে প্রকারে হউক অবশ্যই প্রিয় সন্নিধানে গমন করিব। শুক কহিল, হে রাজকুলললনা ভাগ্যবতি সুষমে! আপনি যে এতৎ মনোরথসাধ্যে অধ্যবসায়ারূঢ়া হইয়াছেন এই কৃতকার্য্য হওয়ার প্রধান সুলক্ষণ, কিন্তু কার্য্যানুসন্ধানযত্নে যে অশেষ বিধ বিঘ্ন থাকে সেই সমুদয় সাহস পূর্ব্বক অতিক্রম করাই বাঞ্ছিত সাধনের সোপান জানিবেন। দেখুন বীর্য্যবন্ত নামে একজন যুবক অভিলষিত লাভে প্রায় কৃতকার্য্য হইয়াও কেবল স্বীয় অনবধানতা দোষে শেষে বঞ্চিত হইয়া নিধন প্রাপ্ত হইল। সুষমা জিজ্ঞাসিলেন, সে প্রসঙ্গ কেমন? শুক নিবেদন করিল।

পুরাকালে কতিপয় মনুষ্যকুল এক উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিতি করিত। তথায় চতুর্দিগে নানা উচ্চতম তুষারাবৃত পর্ব্বত-শ্রেণীতে পরিবেষ্টিত থাকিয়া এই ক্ষুদ্র প্রকৃতি নিরীহ মনুষ্যমণ্ডলী সেই অনতিবিস্তীর্ণ স্থান ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশ সুতরাং জানিত না। তাহারদের উপবোধ ছিল যে গগন মণ্ডল অবনত হইয়া গিরি শেখর স্পর্শ পূর্ব্বক দুর্ভেদ্য প্রাচীর স্বরূপ হইয়া তাহারদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে, ফলতঃ কাহারো এমত সাহস হইত না যে পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া অন্য দেশ প্রদেশাদি গবেষণ করে। ঐতিহ্য বাক্যানুসারে তাহারদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে অন্তরীক্ষ হীরক সদৃশ বিশেষ কঠিন দ্রব্য-দ্বারা নির্ম্মিত, বাস্তবিক নির্ব্বোধেরা ঐতিহ্য কথাই সিদ্ধান্তবাক্য স্বরূপ বিশ্বাস করিয়া সকল পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনে সমর্থ হয়। এবম্ভূত বিরলস্থলে অবস্থিত হইয়াও তাহারা সুপক্ব সুমধুর ফল নিকর, সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার, স্ফটিক-প্রভ নির্ম্মল-জলবিশিষ্ট নদী নির্ঝর সমূহ প্রভৃতি নানা নৈসর্গিক বিধানোৎপন্ন পদার্থজনিত সুখভোগে সদা তৃপ্ত থাকিত। এতদ্ভিন্ন তাহারদের আর কোন ভোগাভিলাষ ছিল না, যেহেতু তাহারা অন্য কোন প্রকার সুখার্জ্জন

পন্থা জানিত না; মান লিপ্সা অহমিকা মাৎসর্য্যাদি দুঃখাবহ রিপু তাহারা সম্যকজ্ঞাত ছিল। তাহারদের আর্জ্জবভাব ও নিজাতীয় অজ্ঞতা হেতু সেই আবাস অজ্ঞতোপত্যকা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। এই প্রকার বহুকালাবসানে প্রোক্ত দুর্গম অভ্রশেখর শিখরের আবিষ্কারার্থ পরম কৌতূহল পরিবশ হইয়া তাহারদের মধ্যে বীর্য্যবন্ত নামে এক জন নির্ভীক যুবক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া তচ্ছৃঙ্গে আরোহণারম্ভ করিল। তদ্দর্শনে নিম্নস্থ অন্যান্য জনগণ তাহার দুঃসাহস সংকল্প উপলক্ষে কেহ কেহ তাহাকে প্রশংসা এবং কেহ বা নিন্দা করিতে লাগিল, কিন্তু সে তাহাতে ভগ্নচিত্ত না হইয়া অসামান্য শ্রম ও যত্নে স্বীয় বাঞ্ছিত স্থানে ক্রমে ক্রমে উত্তীর্ণ হইল, এবং প্রথমতঃ দেখিয়াই চমৎকৃত হইল যে মেঘমণ্ডল গিরিশৃঙ্গ সঙ্গে সংলগ্ন নহে, বরং তথা হইতে অধিক দূরস্থিত বোধ হয়। সেই স্থানে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া আপন দৃষ্টিপথের অন্তিম সীমায় এক সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ও তদন্তঃপাতি নানা জনপদ নগর দৃষ্ট হওয়া তখন সে আরো আশ্চর্য্যে মগ্ন হইল। এই সকল নয়নগোচর করত যুগপৎ বিস্ময় ও শঙ্কাক্রান্ত হইয়া বিবিধ কল্পনা করিতেছে এমত কালে দৈবাৎ অতি

আকাশমণ্ডল মহা তিমিরাচ্ছন্ন ও মার্গচয় তির্য্যক হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে ক্ষণ মধ্যে দিগ্‌ভ্রম হইল। কখন উত্তুঙ্গ শৈল শৃঙ্গে আরোহণ এবং কখনবা গভীর গিরি গহ্বরে পতনোদ্যত হওয়াতে উভয়ে পশ্চাদাগমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে অন্ধকার এবম্প্রকার ঘোরতর হইয়া উঠিল যে প্রতি পদ ক্ষেপণে উভয়ে আঘাত পাইতে লাগিলেন। এই সকল গমন প্রতিবন্ধক উদ্বেগ দেখিয়া দেবতা কহিলেন "শিষ্য বীর্য্যবন্ত, এক্ষণে তুমি সানু-দ্বারা গমনে উদ্যোগী হও" ইহা শুনিয়া বীর্য্যবন্ত বহুক্লেশে সেইরূপে পাদবিক্রম করিতেছে এমত সময়ে অকস্মাৎ জ্যোতির্ম্ময় অতি বিশাল পক্ষদ্বয়বিশিষ্ট অথচ কদাকার এক পুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার নাম সম্ভাবনা দেবতা, তদীয় ললাটে এক চক্ষুঃ মাত্র, আর তাঁহার আকার ইঙ্গিতে হঠাৎ অজ্ঞদের বোধ হয় যে তিনি অতিশয় ঔদার্য্যময় পুরুষ, তিনি সহসাই যুবকের সমীপবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, হে আশয় যুবক! তুমি সুখভূমিতে গমনাভিলাষ কর, কিন্তু এ প্রকার ধীরগামী ও পন্থানভিজ্ঞ পুরুষের সঙ্গে চলিলে তোমার কোন প্রকারেও তথায় যাওয়ার সম্ভাবনা নাই। তাঁহার

উৎসাহগত বাক্যের প্রণালী ও গতির আকার দৃষ্টে নবীন পথিক তৎসমভিব্যাহারে যাইতে স্বীকার করিল, এবং তদ্দণ্ডেই পূর্ব্বকার নক্‌রূপ দেশককে তথায় পরিত্যাগানন্তর অভিনব প্রদর্শক সঙ্গে গমন করিতে লাগিল। প্রথমতঃ কিয়ৎক্ষণ দ্রুত যাইয়া মহাহৃষ্ট হইল। পরন্তু শীঘ্রই আপন অবিবেচনার ফল ভোগিতে হইল, কেননা সম্ভাবনা দেব পথিমধ্যে যেখানে নদী কি জলাশয়াদি দৃষ্টি করিলেন তথায় তাহাকে ডুবাইয়া এবং যে স্থানে শৈলাদি সেখানে মহাঘাতি করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। এবম্প্রকার অশেষ ক্লেশ দিয়া অবশেষে অতি প্রগাঢ় নীলবর্ণ কুজ্ঝটিকা আচ্ছন্ন এক অপার রত্নাকর তীরে তাহাকে উপস্থিত করিলেন। মানবজাতির অন্তঃকরণ যে সকল চিন্তা-দ্বারা অবিরত ব্যাকুলিত থাকে এই জলধির উত্থিত তরঙ্গ নিকরের অনবরত গতি তাহার দিব্য উপমা বটে। অকূলার্ণব নয়নগোচর করিয়া সম্ভাবনা দেব কহিলেন, "বীর্য্যবন্ত! নরজাতির অগম্য যে ধ্রুবভূমি সে স্থানে আমি তোমাকে কোন প্রকারে লইয়া যাইতে পারি না; তুমি বরঞ্চ প্রত্যয়ভূমিতে গমন কর, সে স্থান প্রায় ধ্রুবভূমি সম সুখদ ও রম্য। আমি তোমাকে অন

একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে দিতেছি” এই বলিয়া ভ্রম দৈত্যের নাম সম্বোধন পূর্ব্বক মৃত্তিকায় বার ত্রয় আঘাতমাত্র পৃথ্বী তৎক্ষণাৎ তৎসংজ্ঞক এক ভীষণ-কায় দৈত্য উদ্গার করিল। সেই অসুর প্রগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, তাহার সদাই ক্রোধাক্রান্ত রক্তিমাভ মুখমণ্ডল এবং উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত লোচন ও ভয়ঙ্কর ভ্রূভঙ্গি। পথিক তাহাকে প্রথমে অবলোকন করিয়া মহা আতঙ্কাকুল হইল, পরে তাহাকে সত্যাবধা দেবের নিতান্ত বশতাপন্ন দেখিয়া পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইল। ভ্রম দৈত্যের আগমনে দেবতা তাহাকে কহিলেন, “এই সংশয়-সাগর অতিক্রম করত তদন্য দিগন্থ প্রজ্ঞাভূমিতে এই মনুষ্য সন্তানকে লইয়া যাওনের জন্য তোমাকে আহ্বান করিয়াছি, অতএব এক্ষণেই এ কার্য্য সম্পাদন করিয়া আইস। অনন্তর বোধদেব পথিককে কহিলেন, সম্প্রতি বসন দ্বারা তোমার নয়নযুগল আচ্ছাদন করিয়া দিতেছি, সাবধান, গমনকালীন কোন আহ্বান শব্দ বা ভয় প্রদর্শক রব তোমার কর্ণস্থ হইলে চক্ষুঃ মুক্ত করিয়া কিছু দেখিতে আকাঙ্ক্ষা করিও না, তাহা হইলেই নিরুদ্বেগে অভিপ্রেত স্থানে উত্তীর্ণ হইতে পারিবা। এই বলিয়া তাহার লোচনদ্বয় আচ্ছাদন পূর্ব্বক দেবতা তথা হইতে

অন্তর্হিত হইলেন। এদিগে দৈত্য মহাড়ম্বরে যুবাকে পৃষ্ঠে করিয়া গগনমণ্ডলীয় জলদ পটলাভিমুখে যাত্রা করিল। তথাকার ঘোরতর ঘন ঘটার ভয়ঙ্কর নাদ, প্রচণ্ড বাত্যার প্রলয় কালিক শব্দাদি কিছুতেই তাঁহাকে মুক্তনেত্র করিতে পারিল না। অনন্তর যখন দৈত্য নিম্নে আসিয়া সাগর সলিল সংলগ্নপ্রায় হইয়া যাইতে লাগিল তখন চতুর্দিগ হইতে নানা ধ্বনি তদীয় কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। যেন কেহ তাঁহাকে সম্ভাষণ, কেহ উপহাস, কেহ বা শ্লেষ করিতেছে। ইহাতেও সে ভগ্নপ্রতিজ্ঞ না হইয়া ক্রমে গন্তব্য স্থানের সমীপবর্ত্তী হইল। এক কালে নানা দিগ হইতে তাহার প্রতি প্রশংসাধ্বনি হইতে লাগিল এবং আসিতে আজ্ঞা হউক বলিয়া যেন সকলে আহ্বান করিতে লাগিল। এই সকল গুণকীর্ত্তন আকর্ণনে সে পরম প্রতিভান্বিত হইয়া অতি হর্ষে বাঞ্ছিত ভূমি বারেক দর্শনার্থ চক্ষুঃ মুক্ত করিল। হা কি ভ্রান্তি! তখনি দেখিল যে এতাবৎ ভূমির অর্দ্ধপথও আসিতে পারে নাই, দৈত্য তৎক্ষণাৎ পৃষ্ঠ হইতে তাহাকে নিক্ষেপ করিয়া প্রস্থান করিল। হতভাগ্য পথিক সুতরাং সেই সংশয়সাগর তরঙ্গে পতিত হইল এবং তথা হইতে আর উঠিতে পারিল না।

এপ্রকার আখ্যান সমাপন করিয়া শুক কহিল, আপনি শীঘ্র গমন করুন, অধিক বিলম্ব করার প্রয়োজন নাই। সুষমা তদনুসারে যাই বলিয়া যেমন গমন করিবেন তখনি অহর্মুখাবলোকন করাতে সে দিন আর তথায় যাইতে পারিলেন না।

উপসংহার।

এই প্রকার দ্বাদশ দিবসপর্য্যন্ত শুকের কৌশল নৈপুণ্য ও বীরত্ব প্রভাবে সুষমা তাদৃশ মনোভীষ্ট সিদ্ধি বিধানে নিবৃত্তা থাকিয়া ত্রয়োদশ দিনে মধ্যাহ্নে অট্টালিকোপরি উপবিষ্টা হইয়া মনে নানা কল্পনা করিতেছেন, এমত সময়ে শুনিলেন যে যুবরাজ প্রভাপাদিত্য গৃহে প্রত্যাগমন করায় রাজধানীতে মহা সমারোহ হইয়াছে, নরপতি অতি মাত্র হৃষ্টান্তঃকরণে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে আনাইয়া বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। অন্তঃপুরে রাজমহিষী মহোল্লাসে রাজপরিবারস্থা অন্যান্য কামিনীরদের সমভিব্যাহারে অনেক প্রকার স্ত্রী-আচার-দ্বারা আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। ভৃত্যবর্গ উচ্চৈঃস্বরে হর্ষস্ফূর্ত্তচিত্তে এই শুভবার্ত্তা তাবন্নগরে বিজ্ঞাপন করিতেছে। কিন্তু এই সকল অনুষ্ঠান

কেবল প্রবল অনল স্বরূপ হইয়া চিন্তানিল প্র-
ক্ষেপে ভয়ঙ্কররূপে সুষমার চিত্ত দগ্ধ করিতে
লাগিল। তিনি অন্তঃকরণে স্থির করিলেন, যখন
আমার আচরণ প্রকরণ শুক কর্ত্তৃক স্বামির কর্ণ
গোচর হইবেক তখনি সর্ব্বনাশ। হা কি দুরদৃষ্ট!
এমত কার্য্যের পদবীতে পদার্পণ করিয়া তাহা
সমাপন না করিতেই এই অকল্যাণ উপস্থিত হই-
ল, অদ্য যামিনীতে আমার জীবন শেষ হইবেক
তাহার সন্দেহ নাই, তাদৃশ লজ্জাকর মরণাপেক্ষা
আত্মহত্যা করাই উচিত। এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ
অট্টালিকা হইতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এ দিগে প্রতাপাদিত্য প্রথমতঃ পিতা ও
মাতার চরণে অভিবাদন পূর্ব্বক প্রবাসঘটিত তা-
বদ্বিবরণ উভয় সমীপে প্রশ্নমতে নিবেদন করিয়া
অনন্তর স্ত্র্যন্তঃপুরে আগমন করিলেন, এবং সর্ব্বা-
গ্রে তথায় শুককে পিঞ্জরে দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন,
বল শুক! আমি বাটী হইতে গমনাবধি তোমরা
কেমন ছিলে এবং ইহার মধ্যে কি কি অদ্ভুত
বিষয় অবগত হইয়াছ। তাহা শুনিয়া শুক অন্যা-
ন্য সমাচারাদি সম্বলিত তাহার গৃহিণীর চরিত্রের
বিষয়ও নিবেদন করিল। যুবরাজ অতি বিশ্বস্ত
প্রিয় বিহগের নিকট সহসা তাদৃশী নির্ঘাতবার্ত্তা

শ্রবণমাত্র অত্যামর্ষে প্রদীপ্ত হইয়া জবাপুষ্প
কা সম আরক্তলোচনে করে সুশাণিত অসি
পূর্ব্বক বিলাস-মন্দিরাভ্যন্তরে যাইয়া দেখিলেন,
তথায় সুষমা নাই। তখন সহচরীগণকে জিজ্ঞাসা
করায় তাহারা উত্তর করিল, তিনি অট্টালিকার
উপর অলিন্দায় আছেন। প্রত্যাপাদিতা তাহা-
দের বাক্যানুসারে গমন পূর্ব্বক তথায়ও তাঁহাকে
না দেখিয়া চতুর্দ্দিকে অনুসন্ধান করত নেত্রগোচর
করিলেন সুষমা নীচে মল্লিকায় মৃত পতিত আ-
ছেন। তদ্দর্শনে সুতরাং হস্ত হইতে অসি ভূমিতে
নিক্ষেপ করিলেন এবং দ্রুতগতিতে শুকের নিকট
আসিয়া কহিলেন, আমার পত্নী বোধ হয়
সেই আমার আগমন সংবাদ শ্রবণে প্রাণত্যাগ
করিয়াছেন, এক্ষণে কি কর্ত্তব্য। শুক
কহিল, মহারাজ! সম্প্রতি ইঁহার মৃতদেহ শ্মশানে
লইয়া সৎকারাদি করুন, পরে আর কোন কামি-
নীর পাণিগ্রহণ করিয়া তৎসহবাসে কালযাপন
করিবেন। নৃপাত্মজ সেই বাক্যানুসারে পিতাকে
কহিয়া চন্দ্ররেখা নাম্নী এক রাজদুহিতাকে উদ্বাহ
করণ পূর্ব্বক তদীয় সঙ্গসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ
করিতে লাগিলেন।

সমাপ্তোয়ং গ্রন্থঃ।

PRINTED AT THE PROBHAKUR PRESS.